জাতি ধর্ম যুগে

নিরাপত্তা ও কল্যানের ধারণা







জাতি-ধর্ম-যুগে

নিরাপত্তা ও কল্যাণের ধারণা



জাতি-ধর্ম-যুগে

নিরাপত্তার ও কল্যাণের ধারণা

মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম

মুখবন্ধ

মানব জাতির জন্য মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে একটি বড় নেয়ামত হচ্ছে ইসলাম। তবে সেই নেয়ামত থেকে সঠিকভাবে উপকার লাভের জন্য যেটি প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে ইসলামি অনুশাসন ঠিক তেমনি ভাবে পালন করা, যেমনিভাবে সেটি নাযিল হয়েছিল। কিন্তু অনেক জাতি বা সমাজে সময়ের আবর্তনে ইসলাম সেই অঞ্চলের কোন একটি বিশেষ কৃষ্টি অথবা সেই জাতির অতীত কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকটা বিবর্তিত হতে দেখা যায়। আমাদের সমাজেও আমরা ইসলামের পদ্ধতি মনে করে অনেক কিছুই করে থাকি, যা প্রকৃত অর্থে অন্য কোন উৎস থেকে এসেছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ইসলাম হচ্ছে তাই যা কেবলমাত্র আল কুরআন এবং সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা সমর্থিত। এর বাইরে যা কিছু সেগুলি হতে পারে কোন আরব কৃষ্টি বা কোন স্থানীয় বা অন্য উৎস থেকে আগত কৃষ্টি। এ কারণে কোরআন ও হাদিসের পর্যাপ্ত জ্ঞানের পাশাপাশি

বিভিন্ন ধর্মের এবং বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির কৃষ্টি বা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাহলেই কেবল ইসলাম সমর্থিত এবং ইসলামের বাইরের বিষয়গুলোকে আলাদা করা সম্ভব হবে।

আমি আমার নিজের আমলের শুদ্ধতা এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এ বিষয় সমূহ জানার চেষ্টা করেছি। যতটুকু জেনেছি বা বুঝেছি, তা লিখে রাখার চেষ্টা করেছি। অনেক বিষয় নয়। কেবলমাত্র নিরাপত্তা ও কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও কালের যে সকল উপাদান আমি পেয়েছি, সেগুলি এখানে লিখেছি।

আমি দেখেছি বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিতে বস্তু বা নকশা নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরূপ অনেক নকশা বা বস্তুকে আমাদের সমাজে অজান্তে ইসলামের অংশ মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ইসলাম এগুলিকে কোনভাবেই সমর্থন করেনা। বরং ইসলামের চর্চা হচ্ছে রবের সাথে বান্দার যোগাযোগ। বান্দা সর্বাবস্থায় নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য তার রবের কাছেই চাইবে। আল্লাহর কাছে চাওয়ার ভাষা আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআন আর তাঁর নবির মাধ্যমে হাদিসের দ্বারা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

আমি চেষ্টা করেছি বিভিন্ন কৃষ্টি-ধর্মের উপাদান সমূহকে সঠিকভাবে আমার স্বহস্তে অংকিত চিত্রসহ উপস্থাপন করতে যাতে করে ইসলামের নামে আমাদের সমাজে যে সমস্ত ভুল প্রচলিত আছে, সেগুলি বুঝতে অসুবিধা না হয়। সন্দেহের কোন অবকাশ না থেকে যায়। সেগুলিকে আমরা যাতে করে এড়িয়ে চলতে পারি। ইসলামের সঠিক পথ অবলম্বন করে ইহকালে ও পরকালে নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ করে উপকৃত হতে পারি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

উল্লেখ্য, কেবলমাত্র বৈচিত্র আনার উদ্দেশ্যে কিছু চিত্র স্বহস্তে অংকন করেছি। হয়তো সেগুলি প্রামাণিক নয়। লেখার মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে, বানানের অসামঞ্জস্যতা রয়েছে, ইত্যাদি। এর কারণ হচ্ছে আমি ভুলের ঊর্ধ্বে যাওয়ার ক্ষমতা রাখি না।

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম

সূচি

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

মুহাম্মাদ শরিফুল ইসলাম
৭ সেপ্টেম্বর ২০২১

অপর পৃষ্ঠায় যা আঁকা,
মোঃ শরিফ তা সম্পাদন করে
সন ১৪২৮ এর ভাদ্র মাসের
২৩ তারিখে।
এই অজানা মালিকের নিকট
তার বান্দাদের জন্য সুপারিশ দিবে?
হে মালিক!

আউজুবিল্লাহকে এক কথায় তাআ'উজ বলা হয়। যে শয়তানের কুমন্ত্রণায় আদম (আঃ) ও মা হাওয়াকে বেহেস্ত থেকে বের

বাহির হয়ে যেতে হয়েছিল, সেই শয়তান এই দুনিয়ায় পরীক্ষারত আদম সন্তানের সবচাইতে বড় শত্রু যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। সূরা ইউসুফের ⑤ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আল আমিন বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

অর্থ: শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

১ নিশ্চয়ই
২ জন্য
৩ শত্রু
৪ প্রকাশ্য

মানুষের সাথে শয়তানের দুশমনি শুরু হয়েছিল আদম (আঃ) এর সময় থেকেই। শয়তান নিজেও জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। এই দুনিয়ায় শয়তানের সবচাইতে বড় কাজ হবে আদম সন্তানকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিপথে চালিত করা যাতে করে আদম সন্তান জান্নাতে ফিরে যেতে না পারে। সূরা ইয়াসিনের (৬২) নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আল আমিন বলেন,

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۝

এবং নিঃসন্দেহে / সে পথভ্রষ্ট করেছে / তোমাদের মধ্যকার / দলকে / অনেক / তাহলে কি না / তোমরা / বুঝতে / বুঝ

অর্থ: শয়তান তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে, তবুও কি তোমরা বুঝনা?

সুতরাং বিতাড়িত শয়তান এর বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আদম সন্তানকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহর নিকট যিনি চাইলে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারব। তাই এই দোয়া যেখানে বান্দা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

তাআ'উজের ফজিলত অনেক। আল্লামা ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে বেশী পরিমাণ তাআ'উজ পাঠের ফলে শয়তান দূরে সরে যেতে বাধ্য হয় এবং মানুষ আল্লাহর আশ্রয় লাভ করে। বান্দার জিহ্বা মন্দ ও নিন্দনীয় কথার প্রতিক্রিয়া থেকে পবিত্রতা অর্জন করে। সেই কারণে সুরা আন নাহল এর (৯৮) নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আল আমিন আমাদের নির্দেশ দেন,

অতঃপর যখন — তুমি পাঠ কর — তখন আশ্রয় চাও

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

থেকে — বিতাড়িত অভিশপ্ত

অর্থ: তুমি যখন কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।

ক্রোধের প্রতিক্রিয়া প্রশমনের জন্য বান্দাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে হবে। এ প্রসঙ্গে মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস সুনান আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পরস্পরকে গালি দিতে লাগলো। তাদের একজনের রাগ এতো চরমে উঠলো যে, আমার মনে হচ্ছিল, রাগের প্রচণ্ডতায় বোধ হয় তার নাক ফেটে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি যা বললে রাগের প্রতিক্রিয়া চলে যাবে। তখন মু'আয (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই বাক্যটি কি? তিনি বললেন, সে বলবে, "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" মূল হাদীসে নবিজীর ভাষায় আরবীতে দোয়াটি নিম্নরূপ:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।



এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও কারো কারো মতে বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ। আলেমগণের মতৈক্যর এ বিষয়ে মতভেদ পূর্বের সময় থেকেই চলে আসছে। সে বিষয়ে না গিয়ে বিসমিল্লাহ এর ফযীলত এখানে লিখে রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই সমিচীন মনে করছি।

ইবনে কাসীর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যেখানে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষকের সূত্রে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিমের ফযীলত উল্লেখ করেন। এর মধ্যে আল্লাহর নাম ও তাঁর দুটি সিফাতের উল্লেখ আছে। اللّٰه 'সকল প্রভুর প্রভু' যাঁর নাম [যেন কাজ আরম্ভ করা হয়]
الرَّحْمٰنِ। যিনি 'দুনিয়া ও আখিরাতের করুণাদাতা এবং
الرَّحِيْم 'আখিরাতে কৃপাবর্ষণকারী'।

সুতরাং এই আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ, যিনি সকল প্রভুর প্রভু, দুনিয়া ও আখিরাতের করুণাদাতা এবং আখিরাতে কৃপাবর্ষণকারী, তাঁর নামে কাজ শুরু করার মাধ্যমে তাঁর নিকট করুণা ও কৃপা ভিক্ষা ও আশা করা হয়।

এখন দেখে নেই এই আয়াতের মধ্যে নিহীত কল্যাণ। আবুল করীম কবীর ইবনে মোস্তাফী ইবনে ইমরান ও ইমাম ইবনে মারদুইয়া হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, বিসমীল্লাহ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার

الرَّحِيْمِ
পরম দয়ালু

اللّٰه

بِسْمِ
নামে

الرَّحْمٰنِ
দয়াময়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

অপর পৃষ্ঠার অভ্যন্তর অলংকরণ
মুহাম্মাদ শরিফ সম্পাদন করে
সন ১৪২৮ এর ভাদ্র মাসের ২৮ তারিখে।
হে মালিক! যদি কবুল কর!

পর মেঘ পূর্বদিকে সরে গেল, বায়ু প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল, সমুদ্র তরঙ্গ বিস্তব্ধ হলো, চতুষ্পদ প্রাণীকুল উৎফুল্ল হলো, অগ্নিবিন্দু নিক্ষেপের দ্বারা আকাশ শয়তানমুক্ত হলো এবং আল্লাহ

তা'আলা তাঁর মর্যাদা ও পরাক্রমের শপথ করে বললেন, তাঁর এই নাম যেখানে পাঠ করা হবে, সেখানেই তিনি বরকত দান করবেন। ইবনে কাসীর ইবনে মাসুদ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেন। 'যদি কেউ জাহান্নামের ১৯ দারোগার হাত থেকে আল্লাহর রহমতে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে সে যেন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে। আল্লাহ তা'আলা এর একেক হরফকে একেক দারোগার হাত থেকে মুক্তিদানকারী বানাবেন।

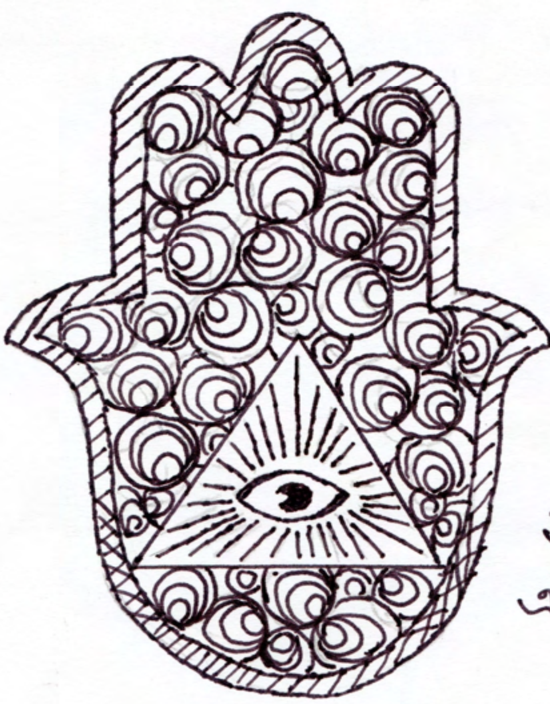
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সওয়ারীতে ছিলেন। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, সওয়ারীর সাথী বলেন, রাসূলুল্লাহ সহ তাঁর সওয়ারী হোঁচট খেলো। আমি বলে উঠলাম, 'শয়তানের সর্বনাশ হোক।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'শয়তানের সর্বনাশ হোক কথাটি বলিও না। সেটা বললে শয়তান গর্বে ফুলে ওঠে এবং মনে করে 'আমিই (শয়তান) তাকে (রাসূলুল্লাহ) নিজ ক্ষমতায় ফেলে দিয়েছি।' কিন্তু যদি بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ কর, তাহলে সে দুঃখ ও সংকোচে ছোট্ট মাছির মতো হয়ে যাবে। এছাড়াও ইবনে কাসীর উল্লেখ করেন, নবী (সাঃ) বলেছেন, بِسْمِ اللّٰهِ ছাড়া কোনো কাজ শুরু হলে তা বরকতশূন্য থাকে।



আল্লাহ আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুন।

যেখানে আমি আউজুবিল্লাহ পাঠ করার মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ করার এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করার মাধ্যমে আমার এই কাজে মহান রাব্বুল আল আমিনের নিকট থেকে রহমত ও বরকত লাভ করার প্রত্যাশা করছি, যেখানে অতীতে ও বর্তমান কালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় সকল জাতি ধর্মের মানুষেরা তাদের মনগড়া পদ্ধতিতে নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভের প্রত্যাশা করেছে এবং করছে। এরূপ কিছু ভ্রান্ত আবিষ্কার, যেগুলি মানুষ বিশ্বাসের সাথেই ব্যবহার করতো এবং এখনো হয়তো করে, সেগুলি এই অংশে একে একে যতগুলি এবং যতটুকু সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

হামসা একটি হিব্রু শব্দ। হিব্রু ভাষায় חמסה এভাবে লেখা হয়। আরবী ভাষাভাষীদের কাছে এটি খামসা خَمْسَة নামে পরিচিত। বাংলায় একে পাঞ্জা বলা যেতে পারে। এটি একটি অতি প্রাচীন প্রতীক বা নকশা। যদিও অনেকে এটিকে সৌভাগ্য এবং সাফল্যের



চিত্র: হামসা

প্রতীক হিসেবে মনে করেন, এটিকে মূলত একটি নিরাপত্তা বিধানকারী নক্সা হিসেবে এর ব্যবহারকারীরা বিশ্বাস করে থাকে। এটির মাঝে একটি চোখ লক্ষ্য করা যায়। মনে করা হয় যে সেটি মন্দ দৃষ্টিকে প্রতিহত করে নক্সাটি বহনকারীকে নিরাপদ রাখে। তবে বেশীরভাগ মনে করেন, এটিই একটি বড় খারাপ শক্তির চোখ। একটি অশুভ শক্তির চোখ সম্বলিত নক্সা বা প্রতীক বহনের মাধ্যমে নিজেকে নিরাপদ রাখার এই প্রত্যাশা থেকে এটি আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, এই নক্সার ব্যবহারকারীগণ জেনে বুঝে অথবা নিজেদের অজান্তেই অশুভ শক্তির সাহায্য কামনা করে। অন্যভাবে বলা যায়, তারা জেনে বুঝে অথবা না বুঝে অশুভ শক্তির পূজারী। অবশ্য আমার জন্য আমার আল্লাহই যথেষ্ট।

দুঃখজনক হলেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এই হামসার উৎপত্তিস্থল মধ্যপ্রাচ্য হলেও এটি বিভিন্ন জাতি, কৃষ্টি ও ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেছে, যে তারা এটিকে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি অথবা ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ বলেই মনে করে। ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলমান সকল ধর্মাবলম্বীরা হামসা অথবা খামসাকে ধারণ করছে। এমনকি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরকেও এই নক্সা তাদের উপযোগী করে নিতে দেখেছি। গৌতম বুদ্ধের অভয় মুদ্রার মধ্যেও আমি হামসাকে দেখতে পাই।

মুসলমানদের অংশ যারা এতে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে এটি নবী (সাঃ) এর কন্যা ফাতিমার হাত। খৃষ্টানদের নিকট এটি মা মেরীর হাত। ইহুদিদের কাছে এটি মুসা (আঃ) এর বোন মারিয়মের হাত।





শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, যাঁর নাম আহমেদ আখরাটি, তাঁর মতে হামসার সাথে ধর্মের সম্পর্ক আবশ্যক নয়। কারণ তাঁর দেয়া তথ্যমতে পৃথিবীর অনেক অতি প্রাচীন গুহায় হামসা পাওয়া গিয়েছে। সেরকমই একটি গুহা যেটির অবস্থান আলজেরিয়ায়, যেটির নামকরণ করা হয়েছে 'হামসা গুহা'। তবে সাধারণ তথ্যমতে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় হামসা নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হত যেটি প্রতিষ্ঠিত তথ্য। একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন উল্লেখ করছি। অনেকে হামসাকে স্রষ্টার হাতও মনে করে। নাউযুবিল্লাহ।



ত্রিত্ববাদ নকশা যাকে ইংরেজীতে বলা হয় ট্রাইকুয়েট্রা। শব্দটির উৎস ল্যাটিন যা মূলত: 'তিন কোন বিশিষ্ট' বোঝাতে ব্যবহার করা হত। বিশ্বাসকারীদের নিকট এটি একটি নিরাপত্তা বিধানকারী নকশা যেটি ব্রঞ্জ যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ব্যবহার করেছে। গবেষকগণের মতে কেল্টদের থেকে বিভিন্ন অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে এটির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে যেটি সংখ্যামান তিন কেন্দ্রিক একটি নকশা। খ্রিষ্টানদের নিকট এই তিন কোন পিতা অর্থাৎ স্রষ্টা, পুত্র অর্থাৎ যিশু বা ঈসা (আঃ) এবং পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিব্রাইল (আঃ) এর সমার্থক বা নির্দেশক। কেল্টদের নিকট যেটি মাটি, সমুদ্র ও আকাশের সমন্বয়; দর্শনে যা শরীর, মন ও আত্মা।

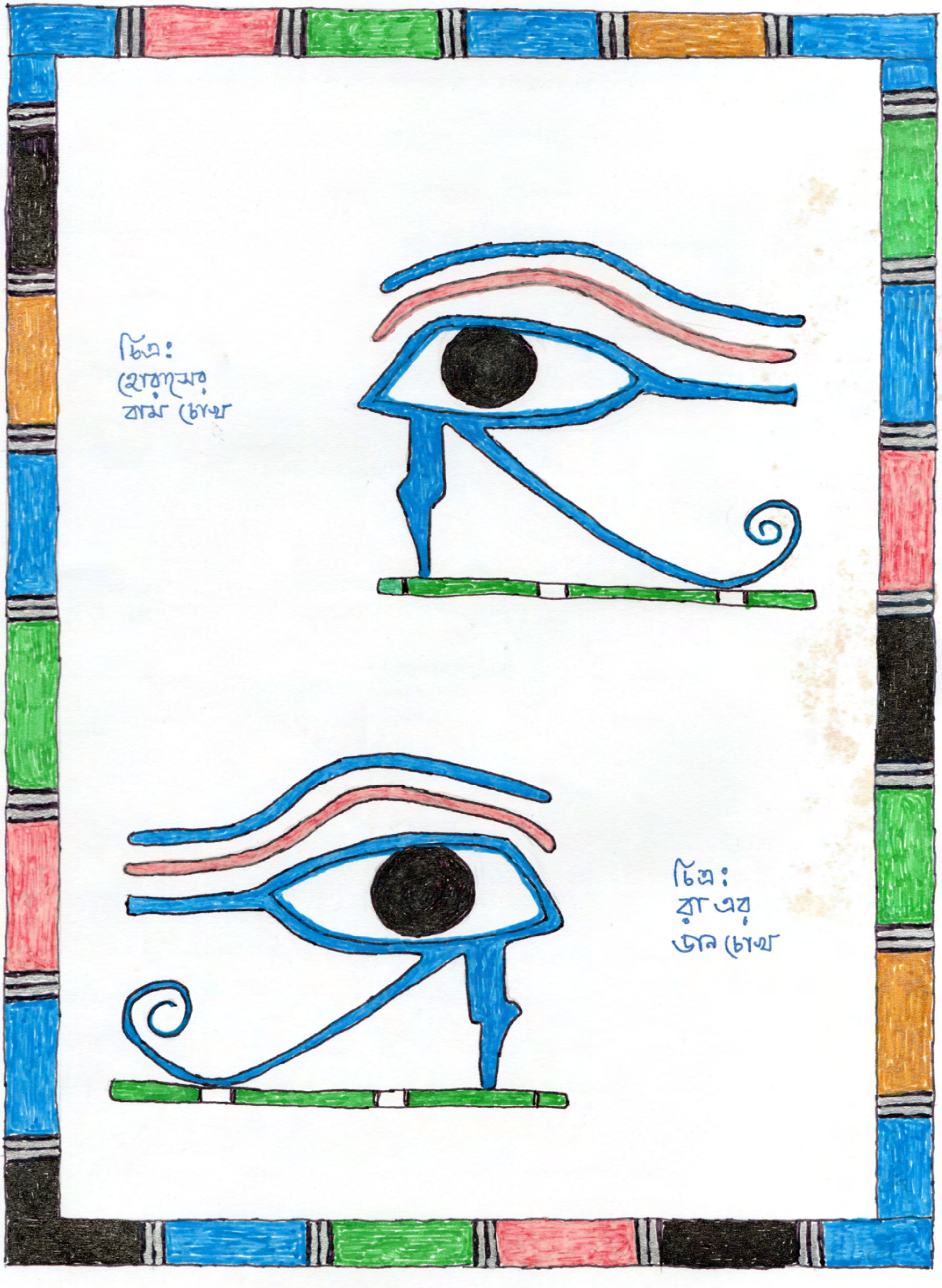


চিত্র: ত্রিত্ববাদ নকশা

নাউযুবিল্লাহ॥

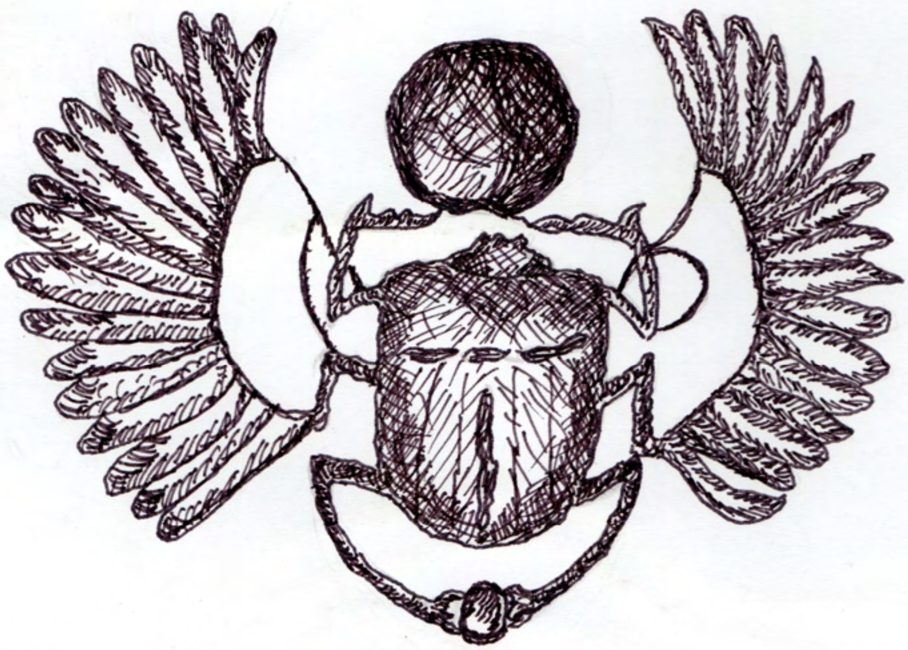
হোরাসের বাম চোখকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয় যেটিকে প্রাচীন মিসরিয়দের বিশ্বাস মতে শক্তির প্রতীক বাজ পাখির মাথা সদৃশ্য মুখোশ পরিধানকারী দেবতা হোরাস রূপে দেখা হয়। চন্দ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং হোরাসের বাম চোখের দ্বারা ক্ষয় নির্দেশ করা হয়। এর কারণ হচ্ছে হোরাসের এই চোখটি একবার নষ্ট হয়ে যায়। পরে জ্ঞানের দেবতা থথের সাহায্যে সেটি সেরে উঠে বলে মিথ বা রূপকথায় উল্লেখ আছে। এ কারণে হোরাসের চন্দ্র চক্ষু অর্থাৎ বাম চোখ সুস্থতা ও পুনর্জন্মের প্রতীক এবং প্রাচীন মিসরিয়রা বিশ্বাস করত যে এই প্রতীকের ধারক সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা লাভ করবে এবং প্রতীকটি মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যুপরবর্তী জীবনে ধাপগুলি সহজে অতিক্রম করতে সহায়তা করবে। একটি পুরানে হোরাসকে তার মৃত পিতা ওসিরিসকে তার বাম চোখটি উপহার দিতে দেখা যায়। উদ্দেশ্য ছিল ওসিরিস যাতে করে সেই চোখ দিয়ে দেখে মৃত্যু পরবর্তী ধাপগুলি নিরাপদে অতিক্রম করতে পারে।

অনুরূপভাবে মিসরিয়রা হোরাসের বাম চোখের পাশাপাশি প্রায় একইরকম দেখতে একটি ডান চোখকে বিশেষ প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করত। উল্লিখিত ডান চোখটিকে সূর্যদেবতা রা এর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়। রা শক্তির প্রতীক হিসেবে পূজিত হতো। ফলে মিসরিয়রা বিশ্বাস করত যে, যিনি রা এর ডান চোখের অলংকার বহন করবে, রা এর শক্তি তাকে অশুভ শক্তির ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখতে পারবে। চিত্র পরবর্তী পৃষ্ঠায়।


চিত্র:
হোরাসের
বাম চোখ
চিত্র:
রা এর
ডান চোখ



প্রাচীন মিসর সভ্যতায় গুবরে পোকাকে পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। গুবরে বা গুবরে পোকার সাথে তারা তাদের তৈরী সূর্যদেবতা খেপরির সম্পর্ক স্থির করেছিল। সেটা এরকম যে, গুবরে পোকা যেরকম গোবরের গোলক গড়িয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যায়, তেমনিভাবে সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে

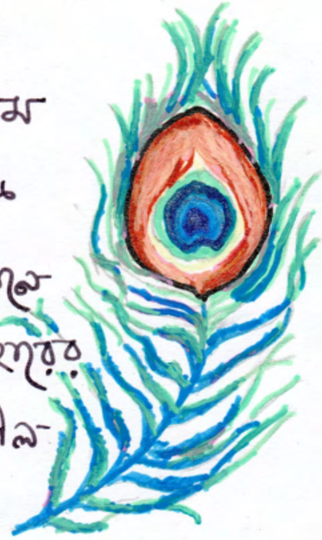


চিত্র: গুবরে পোকা

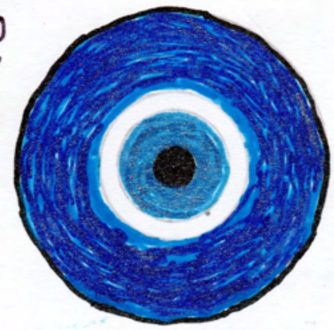
গড়িয়ে চলে। তাদের গোলকটিকে দিন শেষে যেভাবে তাদের গর্তে ঢুকিয়ে রাখে, সূর্য যেভাবে দিন শেষে অস্ত যায়। গোবরের গোলকের ভেতর থেকে যেভাবে নতুন গুবরে পোকা জন্ম লাভ করে ও বেড়ে উঠে, তেমনিভাবে সূর্য জীবনের শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। প্রাচীন মিসরীয়দের জীবিতরা এই পোকার অনুকরণে তৈরী কন্ঠহার ও আংটি ব্যবহার করত। তেমনি আবার তারা তাদের মৃতদের কফিনেও অনুরূপ কন্ঠহার বা আংটি দিয়ে দিত যাতে করে সেই মৃত ব্যক্তি পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে।



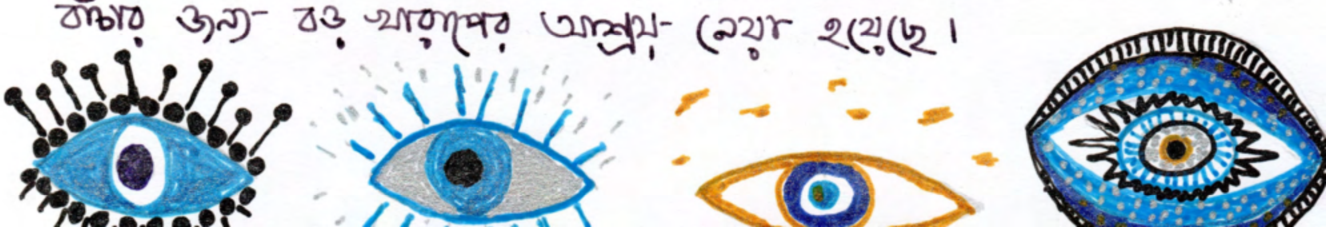
বনজুকু নজর একটি চোখ আকৃতির অলংকার।



বিশ্বাস করা হয় যে এটি কোন ক্ষতিকর শক্তির দৃষ্টি থেকে নিরাপদ রাখতে পারবে। তুরস্কে এর নাম বনজুকু নজর হলেও গ্রীসে মাতি, পারস্য থেকে আফগানিস্তানে নজর কুরবানী, ভারত ও পাকিস্তানে চাশম বদ দূর। এ থেকে বোঝা যায় এই অলংকারের ব্যবহার ও বিস্তার অনেক ব্যাপক। তুরস্কের নীল রঙের বনজুকু নজরের ব্যবহার বর্তমান সময়েও জারি রয়েছে। তারা মনে করে, মানুষের হিংসাপরায়ণতা ও কুদৃষ্টি তার নিজের দুর্ভাগ্য ও সমৃদ্ধহানির কারণ হতে পারে। এই অলংকার ব্যবহার করলে সে নিজে ক্ষতিকর দৃষ্টি থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে বলে তারা বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের মধ্যে কিছু ঠিক। তবে কিছু ভ্রান্তিকর। ইনশাআল্লাহ উপযুক্ত স্থানে মানুষের কুনজর থেকে বাঁচার সঠিক উপায়, যা আল্লাহ তাঁর বাণী এবং তাঁর রাসুলের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন, তা লিখে রাখবো। উল্লেখ্য, বনজুকু নজরের সাথে আমি হামসা এবং হোরাসের চোখের সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করছি। এইসবগুলিতেই আমার মতে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য বড় আল্লাহর আশ্রয় নেয়া হয়েছে।



চিত্রঃ বনজুকু নজর



নরওয়ে সুইডেন অঞ্চলের পুরাণ অনুযায়ী আকাশ, কৃষি এবং বজ্রপাতের দেবতা থর (নাউযুবিল্লাহ্)। ঐ অঞ্চলের কাল্পনিক পুরাণে উল্লেখ করা তার হাতের হাতুড়ির অনুকরণে তৈরী অলংকার প্রাচীনকাল থেকে ইউরোপ এবং হয়তো অন্যান্য অঞ্চলেও ব্যবহৃত হতো।



উভয়ে চিত্র: থরের হাতুড়ি



তবে এই প্রতীকের অলংকার ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য ছিল কোন শক্তিশালী এবং ক্ষতিকর শক্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা।

ফিনল্যান্ডে থরকে বলা হয় উক্কো। তার অস্ত্র বা হাতুড়িটি কিছুটা সুইডেন বা নরওয়ে অঞ্চলের হাতুড়ির বিবর্তিত রূপ। এর বিপরীতও হতে পারে।



চিত্র: উক্কো

আমি এরূপ একটি প্রাচীন অলংকার দেখেছিলাম যেটি কালো

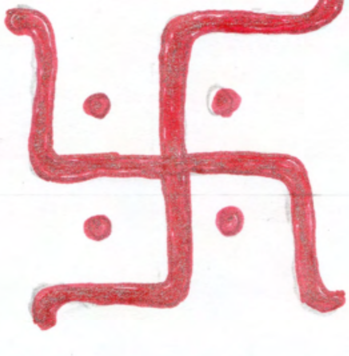


চিত্র: সম্ভাব্য উল্কা খণ্ডে তৈরী উক্কো

এক প্রকারের পাথরে তৈরী। পরীক্ষা করে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। যেটিকে চুম্বক আকর্ষণ করছিল। আমার ধারণা হয় যে, যেটি আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠে পতিত কোন

উল্কাপিণ্ড থেকে তৈরী করা হতে পারে। আমার এ ধারণার কারণ হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পতিত উল্কাপিণ্ডে লোহা এবং নিকেলের উপস্থিতি থাকায় উহাকে চুম্বক আকর্ষণ করে। উল্কাপিণ্ড যখন আকাশ থেকে পতিত হয়, তখন আগের দিনের মানুষ সেই ঘটনাকে ভুলক্রমে বজ্রপাত মনে করত। উল্কার পতনের সময় বাতাসের সাথে ঘর্ষণের ফলে উল্কাগাত্রে গলিত পাথর বা লোহা সাদৃশ্য যে গড়ণ বা আকৃতি তৈরী হয়, তার কারণে আগের দিনের মানুষেরা সেই পতিত উল্কা খণ্ডগুলিকে বজ্রপাতের ফলে গলিত প্রস্তরখণ্ড মনে করতো। অনেকেই সেই উল্কাখণ্ডের কিছু অংশ ভেঙ্গে নিয়ে কন্ঠহার, রক্ষাকবচ বা অলংকার বানিয়ে নিত। সেগুলির অনেকগুলিই বর্তমান বিভিন্ন যাদুঘরে শোভা পাচ্ছে।

আমার দেখা পাথরের কন্ঠহারটি সেরকমই কোন উল্কাখণ্ডে তৈরী হার বা উক্তের হাতুড়ির সাদৃশ্য কন্ঠহার হতে পারে এবং ধারণা করা যায় যে, যিনি সেটি ব্যবহার করতেন, তিনি সেটিকে তার জন্য নিরাপত্তাবিধায়ক হিসেবে বিশ্বাস করতেন। কন্ঠহারটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বজ্রপাতের দেবতার হাতুড়ি সাদৃশ্য নিরাপত্তা কন্ঠহারটি তৈরী সম্ভবত তাদের ধারণামতে বজ্রপাত উদ্ভূত প্রস্তরখণ্ড থেকে।





ওম হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি ধর্মীয় প্রতীক হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অন্যান্য অনেক ধর্মাবলম্বীদের কে বিশেষ করে কিছু খৃষ্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মে ভক্তি আছে এমন ব্যক্তিকে এই প্রতীকের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করতে দেখেছি। আমার পরিচিত শিক্ষিত এবং এই বিষয়গুলি জানার এবং বোঝার চেষ্টা করেন এমন কিছু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে কথা বলে জেনেছি



চিত্রঃ ওম প্রতীক

যে, এটি মূলতঃ একটি ধর্মীয় প্রতীক যা দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এর সমন্বয় বোঝানো হয়। এই তিনটি নাম হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে পূজনীয় হওয়ায় এই প্রতীকের মাঝে তারা মানসিক শক্তি অনুমান করে এবং সে থেকে এই প্রতীককে তাদের অনেকে নিরাপত্তার নক্সা বলেও বিশ্বাস করে। নাউযুবিল্লাহ।

বাংলা অর্থ করলে এই নক্সাটির নাম বলতে হয় ভীতি সৃষ্টিকারী শিরস্ত্রাণ। এটি মূলতঃ আইসল্যান্ডের খৃষ্টান যাদুবিদ্যার বা ধর্মীয় আচারপদ্ধতি থেকে উদ্ভূত একটি প্রতিরক্ষা কবচ। নর্স পুরাণ অনুযায়ী তাদের বিশ্বাস মতে এটি খুবই রহস্যময় এবং শক্তিশালী একটি প্রতীক বা নক্সা। নক্সাটি নাম ভীতি সৃষ্টিকারী।

নর্স পুরাণের ভাষ্যমতে যিনি যুদ্ধে এই শিরস্ত্রাণ পরিধান করবেন, তিনি সব রকম ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকতে পারবেন। এই নক্সাটির সাথে ভাইকিং এবং জার্মানদের কোন ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।



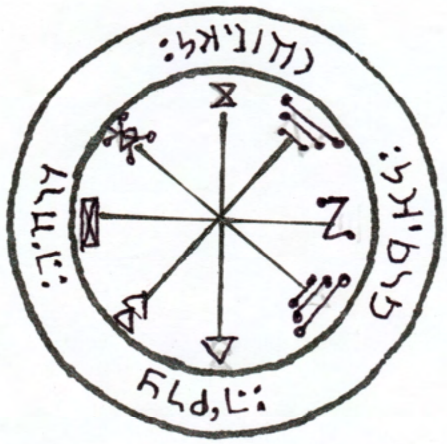
চিত্র: ভীতি সৃষ্টিকারী শিরস্ত্রাণ



এই ভীতি সৃষ্টিকারী শিরস্ত্রাণের সাথে আমি আরো কিছু নক্সার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি। আমার নক্সাটিকে বলা হয় শ্রী অষ্টাংগ ইয়ন্ত্রা যেটি ভারতের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা একটি নিরাপত্তামূলক আধ্যাত্মিক নক্সা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

প্রায় কাছাকাছি আরেকটি নক্সা নীচে দেয়া হলো। এটিকে সোলায়মান আলাইহিস্সালামের সাথে সংশ্লিষ্ট মনে করা হয় যার কোন ভিত্তি আছে কিনা আমার জানা নাই। তবে নক্সাটি হারূত-মারূতের সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও হতে পারে। অথবা নক্সাটি পরবর্তীকালে কালো যাদু বিদ্যার সাথে যারা জড়িত ছিল, তাদের নতুন আবিষ্কারও হতে পারে।

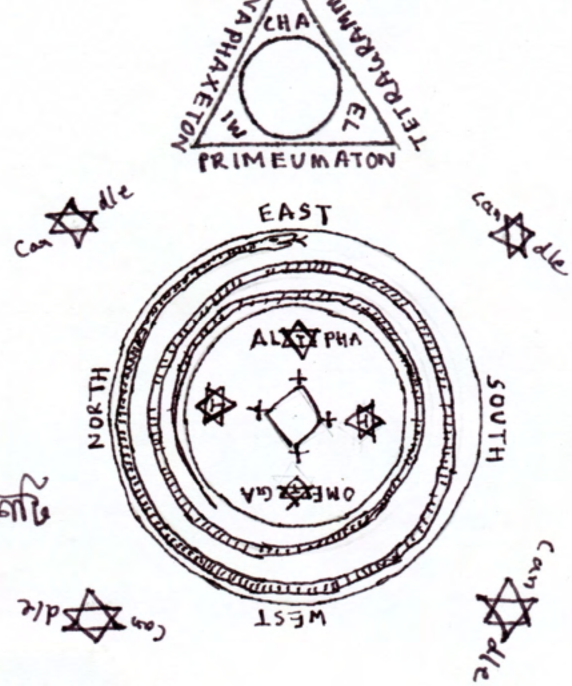
নক্সাটিতে একই রকমভাবে আটটি বাহুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে বাহুসমূহের শীর্ষে ত্রিশূলের পরিবর্তে বিভিন্ন জ্যামিতিক নক্সা উপস্থাপন করা হয়েছে।



যদিও নক্সাটিতে আটটি বাহু রয়েছে, প্রচলিতভাবে এই নক্সাটিকে বৃহস্পতি গ্রহের প্রথম পঞ্চভুজাকার কবচ বলা হয়। এর ব্যবহারকারীরা বিশ্বাস করে থাকে যে, এই নক্সাটি ব্যবহার করলে সকল প্রকার অশুভ শক্তি থেকে নিরাপদ থাকা যায়। নাউযুবিল্লাহ।







দুটি বিপরীতমুখী ত্রিভুজের সমন্বয়ে গঠিত হয়-তাঁর বিশিষ্ট তারকাটি সোলায়মান- আলাইহিস্সালামের সীল মোহর হিসেবে পরিচিত।

এটি মূলতঃ সোলায়মান- আলাইহিস্সালামের পিতা দাউদ আলাইহিস্সালামের প্রায়- একই রূপ হয়- তাঁর বিশিষ্ট তারকা চিহ্নের সামান্য- বিবর্তিত রূপ বলা যায়-। দাউদ আলাইহিস্সালামের তারকা চিহ্নে ত্রিভুজদ্বয়ের রেখাসমূহ একটি আরেকটির উপর দিয়ে গিয়েছে।



চিত্র: সোলায়মান (আঃ) এর তারকা চিহ্ন

অন্যদিকে সোলায়মান- আলাইহিস্সালামের তারকাচিহ্নটির ত্রিভুজদ্বয়ের রেখাসমূহ একটি আরেকটির সাথে আবদ্ধ।

একে খাতাম সোলায়মান- বলা হয়- যেটি মধ্যযুগে আরব ইহুদি এবং মুসলমানদের মধ্যে নিরাপত্তাবিধায়ক চিহ্ন বিশ্বাস করে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হতো। অনেকসময়- এই সীলমোহরটি পঞ্চতারকাযুক্ত তারকা দ্বারাও উপস্থাপন করা হয়-। এছাড়াও একে আরো অনেক রূপে উপস্থাপন করতে দেখা যায়-।

যদিও এই প্রতীকগুলি আদৌ সোলায়মান- আলাইহিস্সালামের ব্যবহৃত সীল কিনা সে বিষয়ে-



যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে, তার পরও উল্লেখ করছি, এটা বলা হয়ে থাকে যে, এই তারকাচিহ্ন সম্বলিত আংটি সোলায়মান আলাইহিস্সালামকে জীনদের উপর আধিপত্য অর্জন করতে কার্যকর ছিল (নাউযুবিল্লাহ)। এই তারকাচিহ্নের শক্তির উপর বিশ্বাস করার কারণে মধ্যযুগ থেকে বর্তমান সময়েও চন্দ্রহার, আংটি এবং তাবিজ বা তালিসমানে এই তারকা প্রতীকের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।



এটি হিব্রু ভাষায় লেখা মধ্যযুগীয় একটি এমুলেট যেটিতে হিব্রু অক্ষরের/সংখ্যার বিন্যাসের মাধ্যমেই সোলায়মান আলাইহিস্সালামের তারকা আঁকা হয়েছে।



হিন্দু শাস্ত্রের অনুসারীদের ক্ষেত্রেও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ছয় তীর বিশিষ্ট তারকার প্রতীক ব্যবহার করতে দেখা যায়। বামের চিত্রটিকে বলা হয় শ্রী মহালক্ষ্মী ইয়ান্ত্রা। এই প্রতীকটি হিন্দুরা, যারা এটি বিশ্বাস করে, দ্রুত সময়ে সমৃদ্ধ এবং প্রশান্তি লাভের আশায় ব্যবহার করে থাকে। প্রতীকটির ছয়টি

তীর এবং কেন্দ্র প্রত্যেকটি 'ওঁ' লেখা হয় যা দ্বারা 'আওম' নির্দেশ করে।

হিন্দু শাস্ত্র বিশ্বাসী এমন একজনের একটি আধুনিক সময়ের কণ্ঠহার এর চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করছি।



এই কণ্ঠহারটিতে একটি মন্ত্র উৎকীর্ণ রয়েছে যেটিকে বলা হয় 'চন্দ্র মন্ত্র'। মন্ত্রটি 'ক্লিং/শ্রী সোমায় নমঃ/ শ্রী সোমায় নমঃ/ চন্দ্র দেব'। মায়ার ছকের সংখ্যাগুলি:

৭	২	৯
৮	৬	৪
৩	১০	৫

উপরে 'ক্লিং' শব্দের উভয় পার্শ্বে ছয় তীর বিশিষ্ট তারকাচিহ্নের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

হিন্দু শাস্ত্র বিশ্বাসীরা স্বস্তি এবং উন্নতি লাভের আশায় চন্দ্র মন্ত্র পাঠ করে থাকে। তাদের বিশ্বাস এটি চন্দ্রের অবস্থানের কুপ্রভাব থেকেও তাদের রক্ষা করে।

। লাউবুবিল্লাহ ।

নিরাপত্তা বা কল্যাণ এর প্রত্যাশা থেকে আংটি, কণ্ঠহার অথবা অন্য প্রকারের অলংকারে সংখ্যাছকের ব্যবহার বিভিন্ন জাতি ধর্মে অনেক প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে থাকে। সেগুলি সম্পর্কে লেখার আগে বাংলাদেশ, ভারত এবং

পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে অতীতকালে ব্যবহৃত হতো এমন কিছু নক্সা যা পাথরের অলংকারে উৎকীর্ণ হতো, তার কিছু চিত্র রেখে যাই।



চিত্র এক
পদ্ম

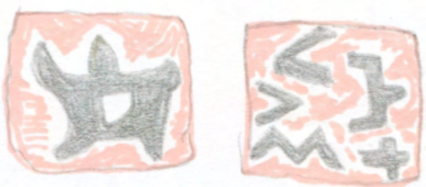


চিত্র দুই
চাঁদ যুক্ত
আংটির পাথর

অনিশ্চয়তা আমার ভুলে
এ পাথর চাঁদের প্রতীক ও
পাথর ঘুঁটিং এর উপর।



চিত্র তিন
গুটিকার নক্সা



চিত্র চার
বামের পার্শ্বে কচ্ছপ
ডান পার্শ্বের অর্থ
জানা নাই।



চিত্র পাঁচ
তিন চোখ বিশিষ্ট
গুটিকা



চিত্র ছয়
তিন চোখ অংকিত
গুটিকা



চিত্র সাত
এক চোখ
বিশিষ্ট
আংটির পাথর



চিত্র আট
পাথর কেটে
তৈরী কচ্ছপ

চিত্র নয়
যাদু নক্সা অথবা জমি সংক্রান্ত চিত্র অথবা অন্য কিছু

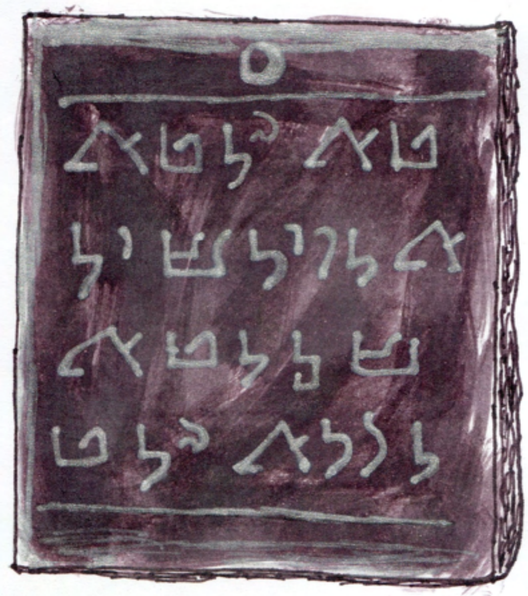


ইতিপূর্বে কিছু সংখ্যা নকশা লিখেছিলাম যার একটি হিব্রু ভাষায় এবং অপরটি ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের। নীচের দুটি হিব্রু সংখ্যা নকশা।



এটি হিব্রু ভাষায় লেখা কোন বাইবেল এ উৎকীর্ণ নক্সা যা আমি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করেছিলাম।

তারপর অংকিত চিত্রটি ব্রিটিশ সংগ্রহে থাকা একটি কবচহারের এক পাশের ছবি যেখানে হিব্রু সংখ্যা এবং অক্ষর উৎকীর্ণ রয়েছে। কবচহারটি কালো পাথরে তৈরী।



ইতিপূর্বে হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাসীদের ব্যবহৃত কিছু সংখ্যা নকশা লিখেছিলাম। এখানে আরো দুটি লিখছি।

१४	९	१६
१५	१३	११
१०	१७	१२

হিন্দু শাস্ত্রের লোকেরা এই নকশাটিকে মহামৃত্যুঞ্জয় ইয়ান্ত্রা নামে জানে। এটি নাকি রোগ, মৃত্যু ভয় এবং মৃত্যু পরবর্তী বিপদ থেকে রক্ষা করে। নাউযুবিল্লাহ।

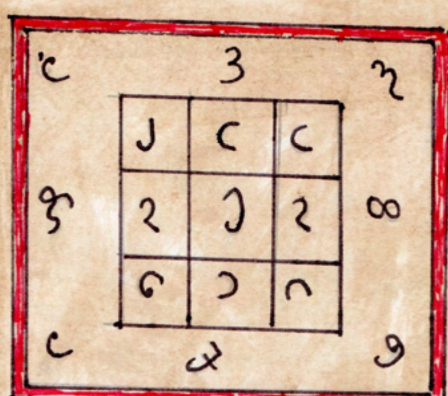
८	१	६
३	५	७
४	९	२

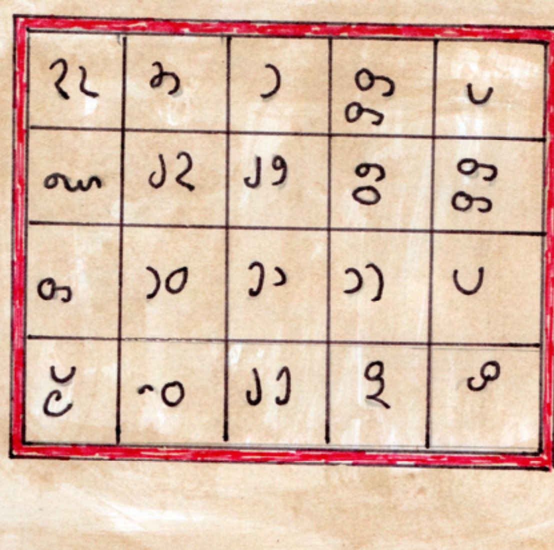
७३	९०	२	७
६	३	७७	७६
७१	७	४	९१
४	४५	७५	७४

বাম দিকের এই নকশাটিকে তারা নাম দিয়েছে কুবের ইয়ান্ত্রা। সম্পদ লাভের আশায় তারা এটি ব্যবহার করে।

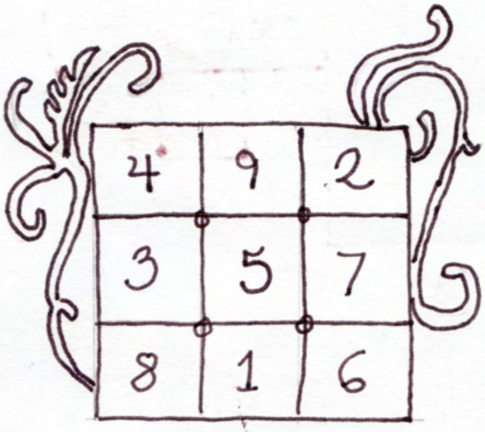
অনুরূপভাবে ধাই পুরাণ থেকে সংগৃহীত (বৌদ্ধ) ধর্মাবলম্বীদের কিছু সংখ্যা নকশা এখানে লিখছি।

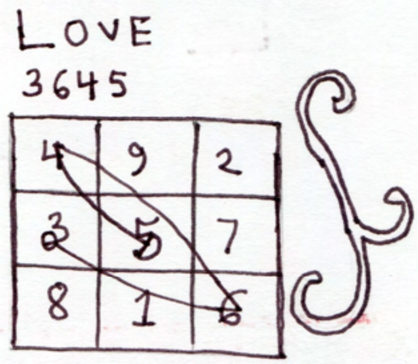




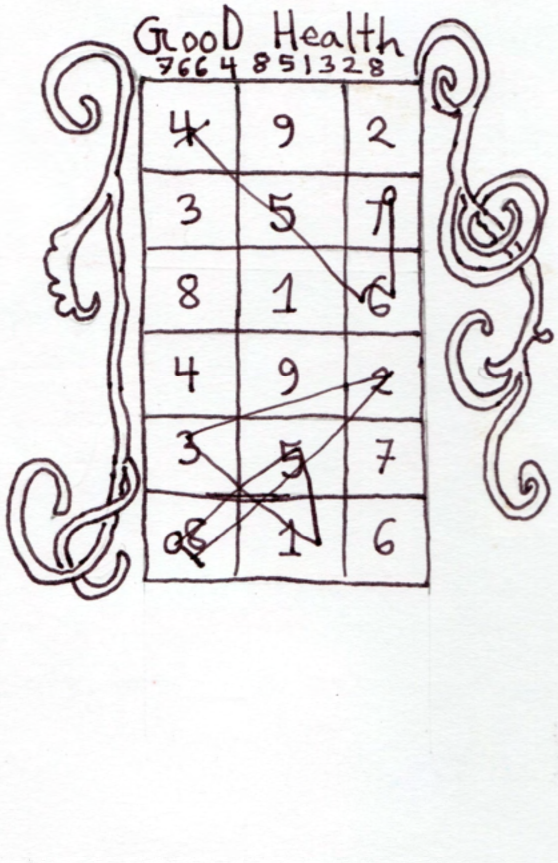


একজন ইংরেজের যাদু চর্চার নোট বই থেকে নীচের নকশাগুলি নেয়া। সে যেভাবে লিখেছে, আমি সেভাবেই লিখে রাখার চেষ্টা করেছি। খেয়াল রাখা প্রয়োজন, এসব নকশা তাদের কোন উপকারে আসেনি। পথভ্রষ্ট করেছে মাত্র। এই বইয়ের শেষ পর্যন্ত পড়লেই কেবল এগুলি লিখে রাখার উদ্দেশ্য বোঝা সম্ভব হবে।









O open / Start

| close / Finish

∩ Repeated Number

অতীতকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল অবধি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে মানুষ তার বা তাদের নিরাপত্তা এবং কল্যাণ লাভ করার পথ খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তারই পথ পরিক্রমায় মানুষ তার নিজের ভাগ্য জানার চেষ্টা করেছে। ভাগ্য জানার অপর অর্থ হচ্ছে নিজের বা নিজেদের ভাগ্যে ঘটবে এমন ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী আগে থেকে জেনে নেবার প্রচেষ্টা। আসলে কোন মানুষই সঠিক ভাবে ভবিষ্যৎ অনুমান করার ক্ষমতা রাখার কথা নয়। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রবিদগণ দাবী করেন যে, তারা ভবিষ্যৎ বলে দেওয়ার জ্ঞান রাখেন। তারা কোন ব্যক্তির জন্ম তারিখ, তার জাতক এবং গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করে মানুষের ভবিষ্যৎ অনুমান করার জ্ঞান রাখেন বলে তাদের এবং তাদের মতের অনুসারীগণ মনে করেন। বাস্তবতা যাইই হোউক, এই মতের অনুসারীগণ জ্যোতিষীর মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে তাদের হাতের রেখা পড়িয়ে নিজের ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা করে থাকেন। অনেকে আবার ভালো জ্যোতিষি দিয়ে নিজের বা

কিন্তু মানুষ মানুষের সমস্ত জীবনে ভবিষ্যতে কী কী ঘটনা ঘটতে পারে বা ঘটবে তার একটি তালিকা তৈরী করিয়ে নেন। এটিকে জন্মকুন্ডলি বলা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যা কিছু অকল্যাণ বা বিপদ বা ক্ষতি ঘটবে বলে জানা গেল, তার থেকে নিরাপদ থাকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং যা কিছু কল্যাণের পূর্বানুমান করা গেল, তা যেন অবশ্যই ঘটে, তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। যেহেতু বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের কারণে এই ঘটনাগুলি ঘটতে পারে, তাই সেই গ্রহ-নক্ষত্রের উপর প্রভাব রাখে এমন মন্ত্র অথবা ইয়ান্ত্রা বা যন্ত্র এবং নক্ষত্রের কু-প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয় এমন রত্ন পাথর যেমন হীরা, নীলা, রুবী পান্না এবং এদের কিছু উপরত্ন ব্যবহার করার পরামর্শ জ্যোতিষিগণ দিয়ে থাকেন। কোন্ রত্ন পাথর কী উপকার করে সে আলোচনায় না গিয়ে এই বই এর লক্ষ্য-অর্জনের জন্য আমি এখন একটি প্রাচীন জন্মকুন্ডলী উপস্থাপন করছি। কুন্ডলীটি বাংলার কোন জমিদার পরিবারের সদস্যের, প্রায় দেড়শত বছরের পুরাতন, ছেঁড়া, ভঙ্গুর ও বিচ্ছিন্ন। তাই পাঠযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ উপস্থাপন করছি।

ওঁ শ্রী শ্রী দুর্গা: —

শরণং —

নমঃ শ্রী সূর্য্যায়ঃ =

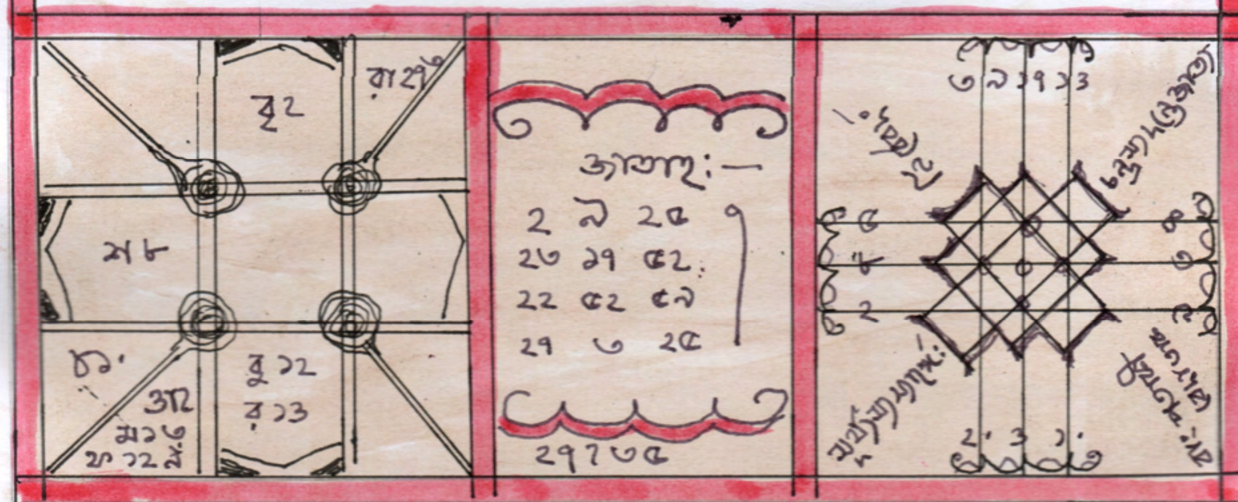
সন ১২৬৪ সাল: ২৫ কার্ত্তিক -

সোমবার জন্ম. =

শকাব্দ: ১৭৭৯/৬/২৪/

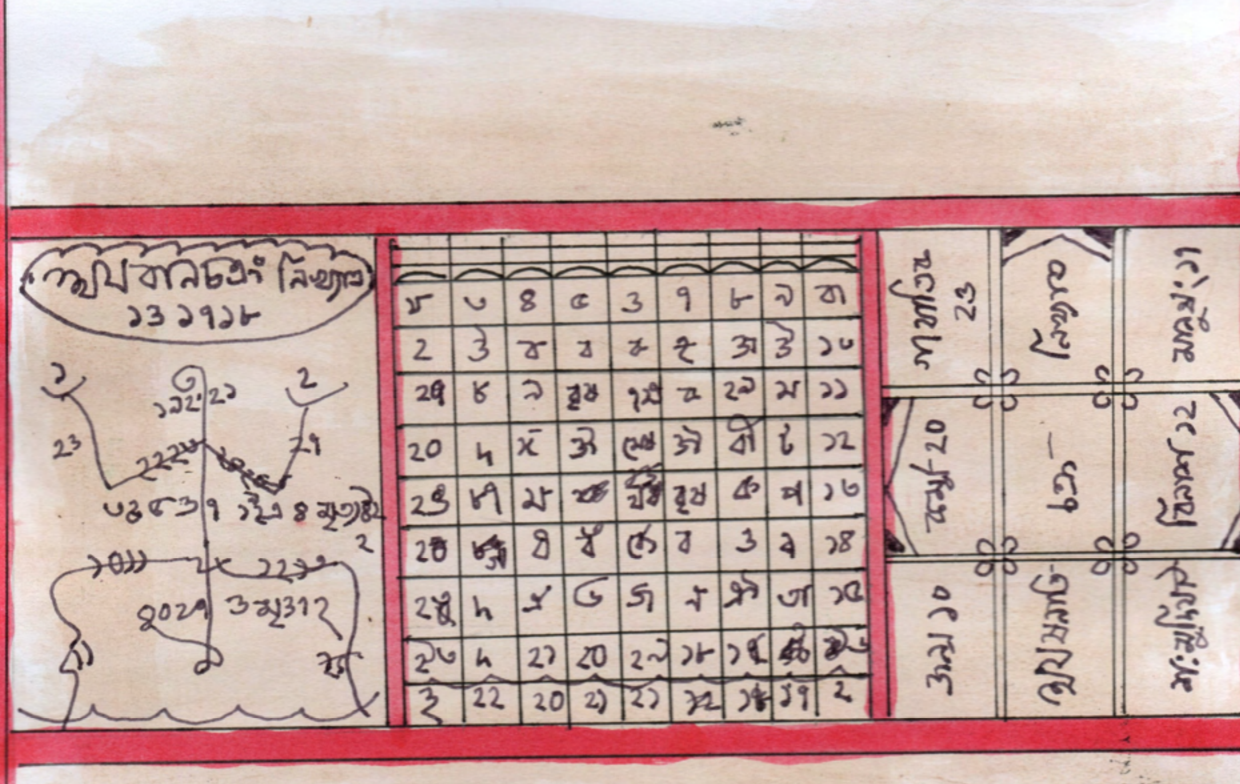
ইন্দ্রী বরদনন্দ্যাম পীতাম্বর হরি হরী প্রনম্য লিখ্যতে যত্নাৎ ফলঞ্চ জন্ম-
পত্রিকে ।। আদিনাদি গ্রহ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি চরাশয়ঃ দীর্ঘমায়ুঃ
প্রদর্শয়ন্ত যাস্যথং জন্মপত্রিকে ।। পূর্বমায়ুঃ পরিজ্ঞাতঃ পশ্চানলক্ষণ
মেবচ মোয়ুহীনো নরানাঞ্চ লক্ষণে কিং প্রয়োজন ।। বিস্মতা লিখিতা
জাতঃ স্বনামে হস্তরমানিনো যৌতিষিবেদে পৈতৃদ্যত্যা হোরাবিমল
চক্ষুসা ।। যথা পূর্ব জন্মঃ প্রভবার

পত্রী° স্বস্তিসনাই লিখিতা° বিধাত্রাতো° জন্মপত্রী° প্রকাশামি জগৎ
প্রকাশাত দীপ ইবান্ধকারে ।। তত্মস্তু শকেবাং: ১৭৭৯।।৮।২৪।৫৩।৩১।
এতদ্বিদীব সৌরকার্ত্তিকস্য পঞ্চবিং শতিদিবসে সোমবাসরে কৃষ্ণপক্ষীয়
নবম্যা তিথৌ রাত্রৌ নবযুক্ত পলাধিকে ষষ্ঠ দন্ডাবস্থিতে শুভযোগ
যোগান্তে কন্যালগ্নে দ্বিতীয়° শোক্ষুট রাস্যাদিঃ ৫।২০। শুভকন্যালগ্নে
বুধস্যাক্ষেত্রে । সূর্য্যস্য
হোরায়া° । শনৈঃ দ্রেক্কাণে বুধস্য নবাংশে । কুজস্য দ্বাদশাং শোংশ
ত্রিশাংশে । চন্দ্রস্য সপ্তাংশে ক্ষিতিতবর্ণ ওবিঃ শ্রীযুত শান্তনাথ মিত্রস্য
শুভ দ্বিতীয় কুমারে জাত । ১০ মধ্য সিংহরাশৌ চন্দ্রে দেবারিগণঔ
ক্ষত্রীয়বর্ণ শ্রীমান সুরথস্য মিত্রস্য শুভ জন্মপত্রিকেব ।। যস্য বংশাবিক
সৈষী গ্রহভাবন বিচার্য্যব সুখীধুতী সুদীর্ঘায়ুঃ সুবাস সূর্য প্রসাদতা।
লেখ্যক্ষেত্রে ফল ।। বিক্রোন্তমাহী শক্তি-পূর্ণ গুণবলে
বান বনদপূর্বঃ দাতা ভোক্তা ভবেৎীবঃ বুধক্ষেত্রে প্রজায়তে ।। সূর্যহোরা
ফল ।। হোরায়াং সবিতুঃ শূরমী চতুরঃ বিদ্যান্বিতঃ সাহসী তেজস্বীঃ
প্রখর প্রতাপনকান বীরোধিসাচিহৃতি° উদ্যমী সুযবন্ধু বাহনযুতঃ
ক্রোধগুণান্বিত কাম্য বিপ্রসাতি সর্বশ্ব ধনঃ স্বাক্তাযতে জানশ্চ ।।
শনি দ্রেক্কাণে ফল ।। দ্রেক্কাণে রবি নন্দনস্য মলিনঃ ক্রোধুষ্ট দুঃস্বরোঃ
দুঃশীলঃ কুশলঃ সুখার্থ....

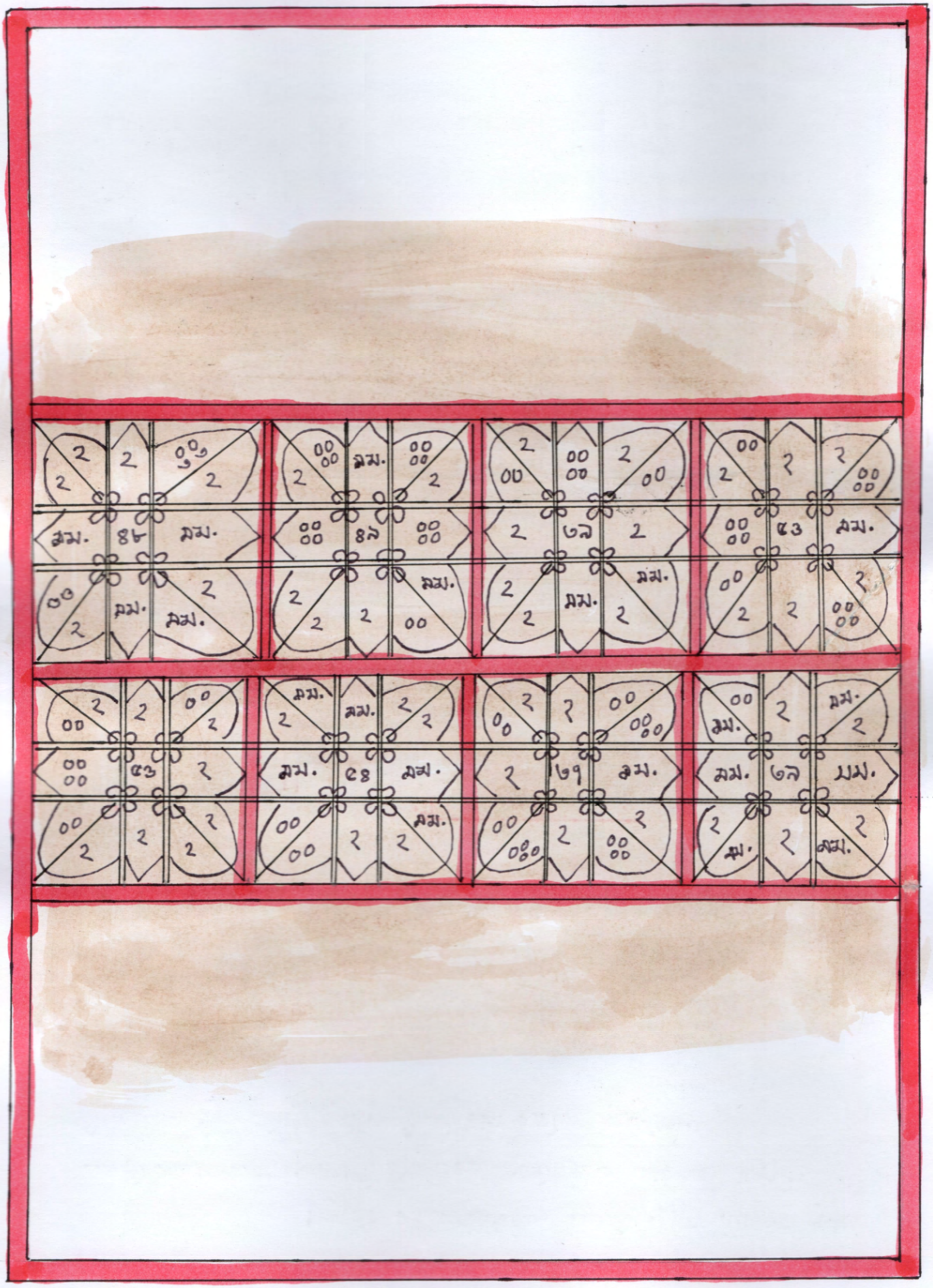


মেষ গ্রহণং যথার্কি চন্দ্রশত্রো ।। যথানুক্তা পরেশস্থ নেত্রাণি প্রজ্ঞানং
সমন্বয় সমনং সভায় কাতিদুয় শ্রোগতি ভোক্তব্যস্থ সূর্য লিপ্যতে
কৌতুকং নিদ্রায়ং গৃহ শ্রেষ্ঠায়াং তথৈতা মুনি প্রচুরে ।। শেষ্য ইমিযুস্থায়
ছায়াদি যথার্থতোয় চন্দ্রস্য কৌতুকতোয় । যুক্তস্য ভোক্তব্যতোয় বুদ্ধিস্য
কৌতুক ভোক্তারস্য প্রকাশতোয় । তুগো সভায়ং বসতি

ভাব শান নিদ্রাগত বাগ্যবলবান যেও: যথার্থতোয় শ্রেষ্ঠতোয় কলী
দাতা হর্ষযুক্তযতি বল: প্রহ্যষ) প্রকন্তু তত্ত্বায়ত্তরেণি নর্তা স্বার্থ
ক্ষোভি মখবাক্ষি স্যায় সুখ খরাং শৌশবনে মানুষ্যা চন্দ্রস্য ভাষকর
নিখিলস্য নুষহীনো সর্ববিদ্যা প্রবীণ: প্রমিত বিনয়ী ভাষী দূষ্যমন
হীন চিন্তে বিমলীহন্তা: সর্বসৌখ্যাপ ভোক্তা প্রভবতি হস্তিতে
কৌতুক কৌতুকিনো ।
সুখান্বিত স্পষ্টভাষী দেবপূজারিতোবলী সুভোগী বিবলী সূরৌ ভোক্তবের
ষ্যানন্দিত ।। ফল মত্রে বাদি মূঢ়দান্ত: সুন্দর: সর্বতো ত্যাগী সর্বত্র
ধর্মাচারি সামুর্থ্য কৌতবে প্রোষতপ্রচ ।। নবাংশীর মৌখ্য সফল গুণ
সিন্ধু বিচিরত: সুকর্মাচ: শ্রান্ত: ভিমল বন্ধুবান্ধব দূতীনাং ভবেৎ মোক্ষ
নাষিনিরত: বাং কার্তি সম ষতাসং সহজাত প্রিয়সপ্তি মন্ত্রী নির্দিষ
ধীনাং সুখদেহ:—
শান্ত: যুক্তনহিতকর্তা বিচিত্র প্রকৃত্যা ধর্মান্বয়ো বিবিধ সুখভোগী
মৃতরিপু: সুবিজ্ঞাষি বিদ্বান মৃত বল মেবয় নিরত: সভায়াংশ্চ কান্ত
ভবতি মনুষ্য নামৎ বধূ ।। ফলং দীর্ঘায়ু বলবান বিত্ত দেব ব্রাহ্মণ পূজক:
বিনয় ধার্ম্মিক খ্যাতি প্রিয়ায়াং জায়তে নর ।।২ সুখী বিলাসী: প্রজা
যোধ যথিধর্মাচারি দ্বিজদেবভক্ত: প্রসন্ন বিজয়ী মাদক: তাস্য
মত্রে ধর্মুর তোষণী মুক্তিনী বাক্তা তবে দেবীং কানানাং জয়তা কস্য ।।
মুখোমীস্বে যন্ত্রবর্ষ: নরতি স্বচ্ছন্দতো দূযো মাক্ষযতি হিন্দী প্রকৃত নালোমধু-
তীক্ষ্মাং বলভোম্যবস্ম্রবর্ষাদী কাজরাতি হস্তিযুক্ত তস্য সত্য কৃতজীবন।
যাষ্টীয়ারতী রেখা গ্রহণা মধুর্মশ: তাপ্রতী দ্বিগুণী কীর্তা মাধ্যাতি:
পরিশ্রোতি যোগ্য ।। যেষ গ্রহণা দূষি ফল: নিশ্চাত



* লক্ষ্যনীয় - মাঝের অংশে লেখাগুলি লিখে ছোট আকার লেখা মূল পুঁথির অনুরূপ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ছোট এবং আকার লেখা অস্পষ্ট হওয়ায় সঠিক লেখার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।



আয়ুদৃষ্টিঃ	মেষ	বৃষঃ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বিছা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীনঃ
রবিঃ-	৩০	৪৫	৬০	১৫	০	০	০	০	১৫	৪৫	৬০	০
চন্দ্রস্য	৬০	১৫	০	০	০	০	১৫	৪৫	৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বুধস্য	৩০	১৫	৬০	১৫	০	০	০	০	১৫	৪৫	৬০	০
জীবস্য-	০	০.	১৫	৪৫	৬০	০	৩০	৪৫	৬০	১৫	০	০
ভৃগো	৪৫	৬০	১৫	০	০	০	০	১৫	৪৫	৬০	০	৩০
শনে.	৩০	০	০	০	০	৩০	৪৫	৬০	৬০	৩০	৪৫	৬০
রাহুঃ-	৪৫	৬০	৬০	৩০	৩০	৬০	৩০	৪৫	০	৩০	০	০
কেতস্য-	৩০	৬০	১৫	০	০	০	০	১৫	৩০	৬০	০	৩০

বুধ মঙ্গল যুক্তঃ কুরো প্রতাপী স্থির পরজাতঃ [প্রথম যোগ অংশ]

চন্দ্র বুধ যুক্তিযুক্তৌ: ধনী ভোগী মোক্ষ জনানুরাগী খ্যাতি প্রাপক গতি শক্তি: প্রজাত: পুত্র কলত্রের শিষ্য যুক্তো শ্রী:৭৭ সম্মান সৌখ্যাদীত সুবেরাক্ষেতা সুবর্ম্ম যালি ভবতিহ মানী ধনী দুর্বোধ্য নিতিত সম্মান ফল শুভ

রবি মন্দযুক্তঃ ধাতু: বাহুবলাম্বুর দ্যুতি মিত্রাদি শুভভবে দেবতা বিপ্রসাধোয় ফল গোবাদাস্তরে ত্রিসাতক দেবতা বিবিধ সুখ ভোজন জনবর্গ্য ভূষণ বিনা নক্ষেত্র গোবিদভোগি শুভ কুর্য্যাৎ বিত বিদ্যাদি ভূষণ গোদির ভূমি কৃষীত দেহ কষ্টক ভয় শত্রুবীর্য্যগুণী কুজঃ কুজীত বৃহস্পতি সর্বত্র পাপসংযোগ মরণক



বৃ: ২৩২৭ ৪ কে: ২ বু: ৩৪৫	স: ২৩৭৩ শ: ২২ বৃ: ২·২১০
ম: ৩৭২ কে: ৯ ~~১১১১~~ বু: ১০১১১২	শু: ১৭১৮১৯ শ: ১৩ ৮: ১৩১২১৫

বৃ৮ ৮৯ ওঁ ১২

মন্দ বৃ১২ স১৫

কেত বৃ১৩ বৃ১৩

১২১২ বর্ষ: কষ্ট ৯

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
চ	শু-	র	ক	ম	বু	শ	বু	রা	চ	শু	র	ক	ম	বু	শ	বৃ	রা	চ	শু	র	ক
চ	বৃ	ক	চ	শু	রা	চ	শ	র	চ	বু	ম	চ	বৃ	ক	চ	শু	রা	চ	বু	র	চ
চ	কে	বু	বৃ	শু	ম	রা	র	ম	চ	ক	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	চ	ক	বু	বৃ
৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮

২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪
ম	বু	শ	বৃ	রা	চ	শু	র	ক	ম	বু	শ	বৃ	রা	চ	শু	রা	র	চ	শু	ম	চ
ম	চ	বৃ	ক	চ	শু	র	চ	শ	র	চ	শু	ম	চ	বৃ	ক	চ	শু	র	শ	র	চ
শু	শ	র:	র	ম	চ	ক	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	চ	ক	বু	বৃ	শু	শ	রা	র
৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০

০/৭ শ্রী শার্ব্বরনু: শাকে ১১ নৈবার্জিকং কুতযুক্তেয়াং শৈশুবেদ্দ দ্বাদশান্ত্বং গ্রহণ: যদ্য নাম্মাত্রাপু: ভারযুগে বরাহ মিহিরাচার্য্য গর্গাদী মুনিসম্মতং ফলমুদ্দীপি লিখং ফলে নামত্রিকোণ দশা ১০ মহানক্ষত্রে (ত্রজন্ম) যং জন্মতথ্য দত্তঃ; ভুক্ত বর্ষাদি: ০।৯।২৩।২।১০ ভুক্তশ্য ভোগ্য: ৭।২।৬।৩২।০

০ দশাভুক্তি:- ৭।২।১।৬।৩২। ভোগান্তে রাহুর মধ্যে মুক্তাদিয়াদি ভুক্তং মধ্যে দেখাভেদ্য বুধিতাদশা ১৭।০।০।০ দিবাশেষ বদন পাহাড় কৌশলার্থ নানা প্রকার মুখভোগ্য

গুরুদশা ১৯।০।০।০ রাজ সম্মান বিবিধ্যুক্তাংশ্চ সুতবন্ধু সুহৃদ্‌যুক্ত ফল লাভশ্চ ভবেৎ

৭৩।২।৬।৩২।

রাহুদশা ১২।০।০।০ রাহুদশা বুদ্ধিবিহীন: মতি নাশ বিয়োগ: দুঃখ: ভয়শ্চ শেষে ফল

৫৫।২।৬।৩২।

ভার্গবদশা ২১।০।০।০ সম্ভ্রমাচার নিপুন: প্রমোদ বিলাস: গোষ্ঠীতপত্র ৩৩ শুভ সভ্য

মঙ্গলদশা: ০।৮।২৩।৪০ মধ্যে কুরূতে শৌর্য্য দেহেষু পাতাদি

১।৯।২।১০

৪৭।০।৯।৫২

বৃহলিং ৭৪।২৩।৪০ ফলং ।। বৃক্রোম্যাতাদী লিবৃক্ষ লৌর্বাম্যং সাত্রহায়মং ১।৪।২৩।৪০ বাবত: ২১ কার্তিক

৪৮।৭।৩।৬২ ১৮২৪।৩।১৭।৪২

১।৯।৬।২০

বৃহলিং ১।৯।৬।২০ ফলং ।। লৌর্বাম্যং কৃর্ণাতিযোক্ষী- সুমিলং সুভং বাবত: ২১ শ্রাবণ

৫৬।২।৩।৬২ ১৮২৩।৬।২৭।২

বৃহর্ণলিং ১।৪।০।০ ফলং ।। বির্তহলী মযহোয় বঙ্কিং দুঃখ সামাক্ষং ৬।৯।১০।২৩ বাবত: ১জ্যৈষ্ঠ

৫৪।৩।৭।৬২ ১৮৬০।১।১।২৫

বৃত্তলিং ২।৪।০।০ ফলং ।। লৌনাসমাসোয়ং বির্তহর্লি মহোয় সুখং ২৭৩।০।০ বাবত: ২১ ফাল্গুন

৫৩।৫০।৩।৬২ ১৮৬০।০।৭।২৫

বৃত্ত লিং ০।৮।০।০ ফলং ।। বৃত্তক্ষুনে ভায় কম্বং ফিরীলৈ তরয় প্রবৈ: ফিলাদী ০।৮।০।০ বাবত: ১জ্যৈষ্ঠ

[illegible]।২।৪।৬২ ১৮৬৪।১।৭।২৫

বৃমলিং- ০।১০।২০।০ ফলং ।। সপ্রালনায় অম্বুযুক্তং বৃত্তপাতং সাংকুক্ত: ।। ০।১০।২০।০ বাবত: ২২ ফাল্গুন

৩০।০।২৩।৬২ ১৮৬৭।৩।৩।২৫

বৃদু লিং ১।১০।২০।০ ফলং ।। বিদ্যাবুদ্ধি যামাযুক্তং মানমাক্ষ ভূষনং ১।১০।২০।০ বাবত: ১১ শ্রাবণ

৩১।৩১।২৩।৬২ ১৮৬৭।৩।১১।২৫

বৃমলিং ২।১।১০।০ ফলং ।। সকেসুর: অবোনাশু বিনামং বৃশান্নিত: ।। ২।১।১০।০ বাবত: ২ চৈত্র

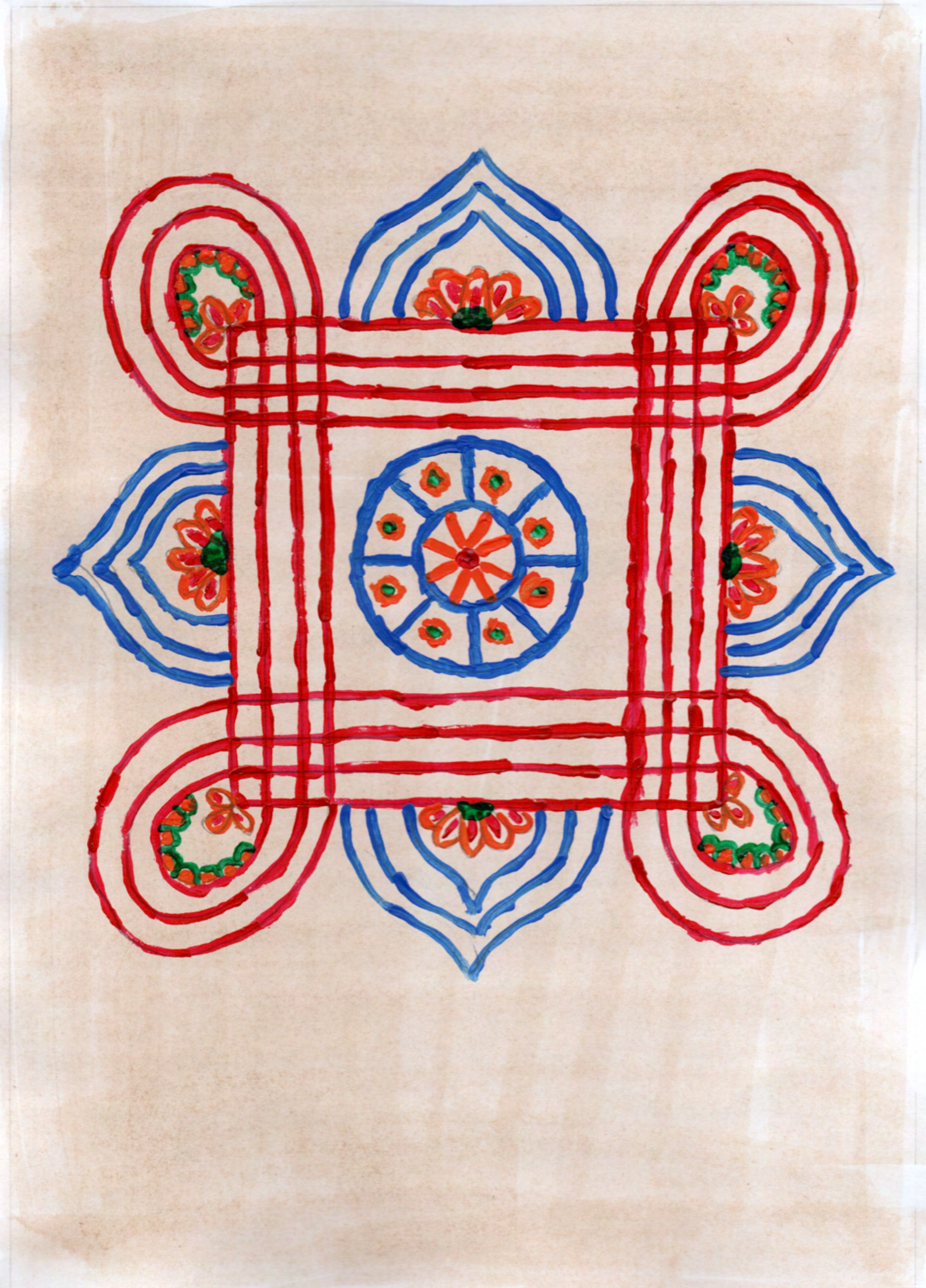
৩২।০।২৩।৬২ ১৮৬৬।৪।২৭।২৫

বৃহুলিং ২।১।১০।০ ফলং ।। বিতবাসমনৈ- যৈাসুর্যং দেবৃত্তে সুরু লিরামবং ২।১।১০।০ বাবত: ১ কার্তিক

৪১।০।২৭।৪২ ১৮৬৩।৭।১৭।৪২

বৃমুলি: ৬।২০।৫০ ফলং ।। হতমানং মিত্রহর্লিং ভূমিপু: সবৃত্ত বাবং ।৬।২০।৫০ বাবত: ২ চৈত্র

৮৩মাস-



জন্মকুন্ডলীটি থেকে যতটুকু উপস্থাপন করা গেল, সেটুকুতে লক্ষ্যণীয় উপাদান বিদ্যমান। কুন্ডলীটি শুরু করা হয়েছে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীদের মতে তাদের দেবী দুর্গার নাম নিয়ে। পরবর্তী অংশে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রাশি এবং গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের কারণে কোন সময় বা কালে শুভ-অশুভ বা যে সমস্ত কল্যাণ-অকল্যাণ ঘটবে এমন ঘটনা সমূহের পূর্বাভাস করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটি মূল শাখা এই শুভ ঘটনাসমূহ নিশ্চিত করা এবং অশুভ বা অকল্যাণকর ঘটনাসমূহ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে অথবা শুভ সমূহ নিশ্চিত করতে পারে বলে তারা দাবী করে এমন কিছু রত্ন পাথর যথা হীরা, নীলা, পান্না, রুবী, গোমেদ, মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদি এবং তাদের কিছু উপরত্ন ধারণ করার পরামর্শ দিয়ে থাকে। দেবী দুর্গা যার ভরসার আশা নিয়ে কুন্ডলিটি লেখা শুরু, পরবর্তী অংশে তার উপর লেখকের অর্থাৎ কুন্ডলিটি যিনি তৈরী করেছিলেন, তার আস্থা-বিশ্বাস বিস্মৃত।

যে যাইই হোউক, বর্তমান সময়ে ছাপাখানায় ছাপানো একটি রত্নপাথর নির্ধারণী জন্মকুন্ডলী হুবহু পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করেছি।

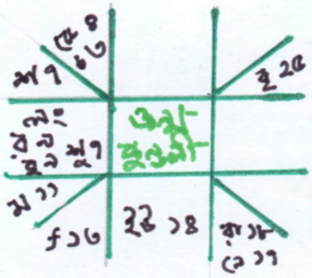
জ্যোতিষী ডঃ. আহমেদ

হস্তরেখা, কোষ্ঠী, সংখ্যাতত্ত্ব, হোরারী, ও প্রশ্ন বিচার দ্বারা মানব জীবনের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়। এবং কোষ্ঠী তৈরী করা হয়।

কোন জ্যোতিষী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেনা, ভাগ্য উন্নয়নে সঠিক পথ দেখাতে সাহায্য করতে পারে

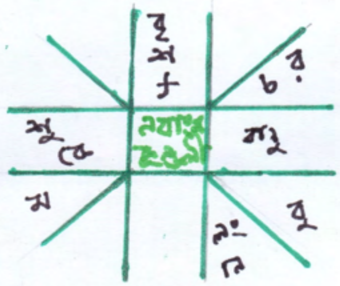
নাম: মোহাম্মদ মাহমুদ জন্মতারিখ: ১২.০৮.১৯৭৪ সময়: ভোর ৪/৪৫ স্থান: হাতিয়া

১। রাশি: বৃষ রাশি
২। লগ্ন: কর্কট
৩। বার: সোমবার
৪। তিথি:
৫। নক্ষত্র: কৃত্তিকা
৬। যোগ:
৭। করণ:
৮। গণ: দেবারীগণ
৯। বর্ণ:
১০। পায়া:



বিংশোত্তরী মতে মহাদশা

গ্রহদশা	থেকে	পর্যন্ত
রবি	১২.০৮.১৯৭৪	২৭.০৭.১৯৭৬
চন্দ্র	২৭.০৭.১৯৭৬	২৭.০৭.১৯৮৬
মঙ্গল	২৭.০৭.১৯৮৬	২৭.০৭.১৯৯৩
রাহু	২৭.০৭.১৯৯৩	২৭.০৭.২০১১
বৃহস্পতি	২৭.০৭.২০১১	২৭.০৭.২০২৭
শনি	২৭.০৭.২০২৭	২৭.০৭.২০৪৬



নবতারা চক্র

জন্ম	সম্পদ	বিপদ	ক্ষেম	প্রত্যরী	সাধক	নিধন	মিত্র	অতিমিত্র
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	০১	০২

গ্রহপ্রতিকার সমূহ:
১। পীতাম্বুরী নীলা
২। রক্ত প্রবাল-জাপানী
৩। গোমেদ-সিংহলী
৪।
৫।

জ্যোতিষী ডে. আহমেদ
(জ্যোতিষ রত্ন)
সমাজকল্যাণ সম্পাদক

অনুধাবনযোগ্য বিষয় হচ্ছে, জন্মকুন্ডলী হিন্দুশাস্ত্রের গন্ডি পেরিয়ে মুসলিম জ্যোতিষশাস্ত্রবিদগণও ব্যবহার করছেন। এইমাত্র প্রদর্শিত মুসলিম জ্যোতির্বিদ প্রদত্ত জন্মকুন্ডলীটির শেষ অংশে কিছু রত্ন পাথরের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ইহা ভাগ্য পরিবর্তন, কল্যাণ অকল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভের জন্য পাথরের গুণ বা শক্তির উপর নির্ভর করার নামান্তর নয় কি?



নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভের আশায় বিভিন্ন যুগে ইসলামী শরিয়া বহির্ভূত জাতি(গোষ্ঠী) কর্তৃক ব্যবহৃত যে পদ্ধতিসমূহ এ পর্যন্ত লিখেছি, তার সবগুলিই ইসলামী শরিয়ার প্রদর্শিত কল্যাণের পথ থেকে ভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সাংঘর্ষিক। তাদের অনেকগুলির বিষয়বস্তুই মহান আল্লাহর শক্তির, মূর্খের ধারণায়, প্রতিপক্ষের তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা। 'মূর্খের ধারণা' বললাম এই কারণে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাঁর শক্তির কোন প্রতিপক্ষ আছে বলে যে ধারণা রাখে, তাকে মূর্খ ছাড়া আর কী বলে সম্বোধন করা যায়? স্রষ্টার তুষ্টি অর্জনের পথ ছেড়ে মানব জাতির শত্রু মানব জাতির পরীক্ষার উপকরণ হিসেবে মালিকের ইচ্ছায় তাঁরই আদেশে সৃষ্টি, দুনিয়ার সীমা পর্যন্ত মানুষের অন্তর, মন ও জীবনে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা প্রাপ্ত শয়তানের তুষ্টি অর্জন করার মধ্যে কি সত্যি কোন নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভের আশা থাকতে পারে? নাকি সেগুলি পারলৌকিক জীবনে ব্যর্থতা অর্জন করার জন্য শয়তানের তৈরী করা ফাঁদ?

অকল্যাণ এবং ক্ষতির ভয় মানব জাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আলোর অভাবে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি-জাতি মনগড়া বিষয়কে আঁকড়ে ধরতেই পারে। শয়তানের কুমন্ত্রণা আলোকহীন মানুষগুলিকে সহজে বিপথগামী করবে এটাই স্বাভাবিক। ইসলামের আলো বঞ্চিত

কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলি তাই এ সমস্ত মনগড়া উপকরণ ব্যবহার করেছে নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভের আশায়। আফসোস! আজো অনেকেই না বুঝে বা বুঝে সেগুলিকে আঁকড়ে ধরেছে। অনেকগুলি শিল্পের নাম নিয়ে 34
আকর্ষণীয় রূপ ধারণ করে আমাদের শরীরে, পোশাকে, অলংকারে বা ঘরে স্থান দখল করে রেখেছে। হয়তো আমাদের মনে তাদের কোন প্রভাব নেই, কারণ আমরা জানিনা সেগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা কী বা তাদের শেকড় কোথায়।

কষ্ট পাই যখন দেখি অনেক মুসলমান এক্ষেত্রে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের নবীর দেখানো পথ ছেড়ে তাদের 'বাপ দাদাদের' কৃষ্টি অর্থাৎ ইহুদি, খৃষ্টান, মুশরিকদের কৃষ্টিকেই আবার আঁকড়ে ধরেছে। নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভের আমল হিসেবে ইহুদি, খৃষ্টান ও মুশরিকদের নক্সার অনুরূপ কিছু নকশা নিজেদের মত করে তৈরী করে নিয়েছে। অথচ তাদের নবী ইহুদি, খৃষ্টান, মুশরিকদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বাপ দাদাদের ধর্ম আঁকড়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ যেন এদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। আমিন। আল্লাহর নাম, আল্লাহর বাণী, আল্লাহর স্মরণের স্থলে তাদের অন্তরে, শরীরে, ঘরে জায়গা করে নেয়া ঐ সমস্ত আঁকিবুকি, সংখ্যা, দাগ, নকশা থেকে আল্লাহ যেন আমাদের মুক্তি দান করেন।

ইতিপূর্বে কিছু সংখ্যা নকশা লিখেছি যেগুলি ইহুদি, খৃষ্টান
ও মুশরিকদের তৈরী। এখন মুসলমানদের ব্যবহার করা
কিছু নকশা লিখছি যেগুলি তারা নিরাপত্তা ও কল্যাণ
লাভের আশায় তৈরী করে নিয়েছে। শেখার জন্য বা
শেখানোর উদ্দেশ্যে লিখছিনা। বরং লিখে রাখছি দেখার
এবং দেখানোর জন্য যে, কী বিশাল পথভ্রষ্টতার
মধ্যে মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ আজ
নিপতিত। দেখার জন্য ও দেখানোর জন্য যে,
কিভাবে মুসলমান ভাইদের অংশটি ইহুদি, খৃষ্টান
ও মুশরিকদের পথ ধরেছে নিরাপত্তা ও কল্যাণ
লাভের আশায়। কয়েকটি উদাহরণ এখানে উপস্থাপন
করছি। আশা করি যথেষ্ট হবে।



নীচের এই নকশাটি নাকি সূরাহ আল ক্বারিআহ এর নকশা। তারা বলে এই নকশাটি লিখে সঙ্গে রাখলে নাকি বদ নজর এবং সর্বপ্রকার বালা মুসিবত থেকে রক্ষা হয়।

٧٨٦

٤٤٨٩	٤٤٨٤	٤٤٩١
٤٤٩٠	٤٤٨٨	٤٤٨٦
٤٤٩	٤٤٩٢	٤٤٨٧

নীচের নকশাটি নাকি সূরা তাকাছুর এর নকশা। এটি ঋণমুক্তি ও ধনসম্পদ সমাগমের উদ্দেশ্যে আমল হিসেবে তারা এটি ব্যবহার করে থাকে।

٧٨٦

٢٥٩١٧	٢٥٩٢٠	٢٥٩٢٣	٣٥٩١٠
٢٥٩١٠	٢٥٩١٠	٢٥٩١٨	٣٥٩١١
٢٥٩١٣	٢٥٩٢٥	٢٥٩١٨	٣٥٩١٥
٢٥٩٠٥	٢٥٩١٤	٢٥٩٤٠	٣٥٩٢٤

তারা পবিত্র আল কুরআনের আয়াতুল কুরসীর নকশা তৈরী করে নিয়েছে যেটি নিম্নরূপ।



জ্বীনের আসর হলে তারা এই নকশাটি দিয়ে তাবীজ বানিয়ে গলায় বাঁধতে পরামর্শ দেয়।

নীচের নকশাটি সূরা আহক্বাফ এর।

এটিও তারা জ্বীনের আসর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাবীজ বানিয়ে ব্যবহারের পরামর্শ দেয়।

۷۸۶

۱۸۴۴۳	۱۸۴۴۶	۱۸۴۴۹	۱۸۴۳۶
۱۸۴۴۸	۱۸۴۳۷	۱۸۴۲۳	۱۸۴۳۷
۱۸۴۳۸	۱۸۴۵۱	۱۸۴۴۴	۱۸۴۴۱
۱۸۴۴۵	۱۸۴۴۰	۱۸۴۴۹	۱۸۴۷۰

তাদের তৈরী করা নীচের নকশাটি সূরা মায়িদার। এই নকশাটি বিসমুদ্দ অঞ্চলে এবং সেই সাথে বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়া হয়।

٧٨٦

٩٦٥٤٩	٩٦٥٤٤	٩٦٥٥١
٩٦٥٥٣	٩٦٥٤٨	٩٦٥٤٦
٩٦٥٤٥	٩٦٥٥٢	٩٦٥٤٧

এরূপ নকশা শুধু একটি নয়- অনেক রয়েছে। কোন কোনটি সূরার নকশা হলেও কোন কোনটি তা নয়। নীচের এই নকশাটি লিখে সঙ্গে রাখলে, তারা বিশ্বাস করে, 'কখনো অপরের মুখাপেক্ষী' হতে হবে না। অথচ হজরত আলী (রা.) দোয়া শেখালেন, 'হে আল্লাহ! .... তোমাকে ছাড়া আমাকে কারো মুখাপেক্ষী করো না। এবং স্বীয় অনুগ্রহে আমায় সমৃদ্ধ কর।'

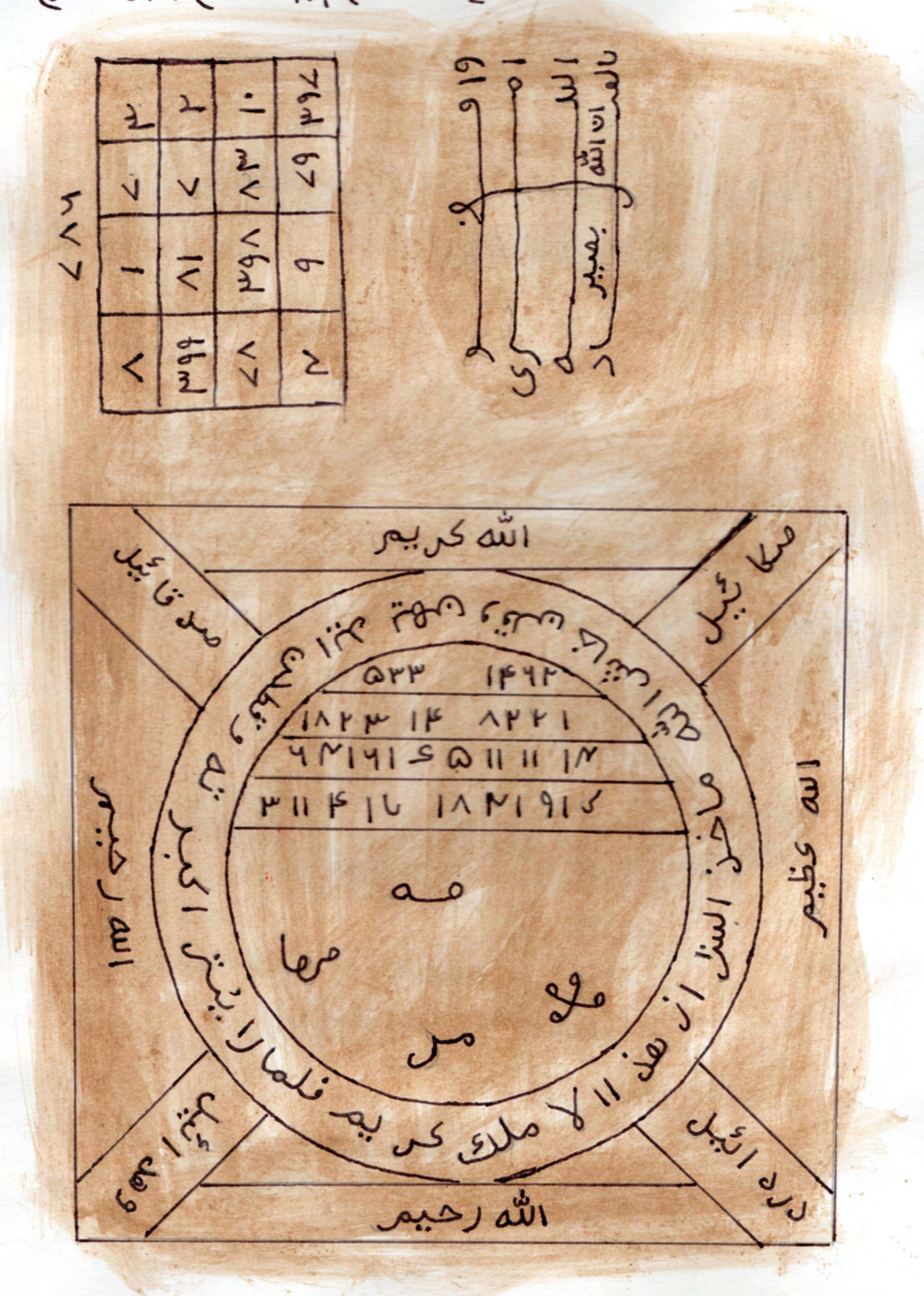
ق	ار	ز	ر
٨١	٧٢٩	٣	٧
٨	١٠٠	٧٨	٨٩٨
٧٩٧	٧٩	٩	٤

নীচের নকশাটিতে ছয়তীর বিশিষ্ট তারকা লক্ষ্যণীয়। এটি আকীক পাথর অথবা রৌপ্যে খোদাই করে আংটি হিসেবে ব্যবহার করলেও নাকি অপরের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।



নাউযুবিল্লাহ।

আমি পুরাতন কিছু তাবীজ খুলে সেগুলিতে ব্যবহার করা তাবীজের নকশা দেখার চেষ্টা করেছি। সেরকম একটি তাবীজে নীচের নকশাগুলি পেয়েছি। নকশাগুলি একটি স্বচ্ছ কাগজের উপরে কালো কালিতে নিম্নরূপে উপস্থাপিত।



পারিবারিক একটি বেশ পুরাতন তাবীজ থেকে প্রাপ্ত নকশা সমূহ নীচে লিখে রাখছি। তাবীজটির কাগজের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সে অংশগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। প্রাপ্ত নকশাগুলি এখানে হুবহু লেখার চেষ্টা করলাম। সম্পূর্ণ তাবীজটিতে চারটি অংশ রয়েছে যেগুলি একটি লম্বা কাগজে জাফরান অথবা লাল রং এর কালিতে লেখা। সেগুলি পৃথক নকশার সমন্বয় হতে পারে। যাইহোক সবগুলি অংশকে একসাথে পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করছি।

40

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তাবীজটিতে সংখ্যার ব্যবহার থাকলেও এটিতে আরো রয়েছে আল্লাহর গুণবাচক নামের জিকির, আল্লাহর নামে শুরু করা, চার খলিফার নাম, নবিজীর উপর দুরূদ পাঠ এবং নিরাপত্তা লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া।



يا فتاح	يا فتاح	يا فتاح	يا فتاح
يا فتاح	يا فتاح	يا فتاح	يا فتاح
يا فتاح	يا فتاح	يا فتاح	يا فتاح
يا فتاح	يا فتاح	يا فتاح	يا فتاح

٤	٩	٢
٣		٧
٨	١	٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الو كر

كحز

فالله خير حافظا و

هو أرحم الراحمين

اللهم صل على سيدنا ونبينا و

الله [redacted]

اعوذ بكلمات الله التامات من شر كل

شيطان وهامة ومن كل عين لامة

اللهم حصنت محمد انى لا حول و

لا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله

على النبى وآله و

[redacted] وعم وان يكاد الذين

رهم لما سمعوا

الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا

ذكر للعالمين حسبي الله الذين لا يضر

مع اسمه شيء فى الارض ولا فى

السماء وهو السميع العليم

এভাবে মুসলমানদের সমাজে ভিন্ন ধর্মের কৃষ্টি প্রচলিত এবং লালিত পালিত হতে থাকে যা আজ অবধি অধিকাংশ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বিরাজমান। নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আছে অথবা নাই কুর'আনের এরূপ আয়াতকে তাবীজ বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে অথবা আয়াত সমূহ আবজাদ অথবা হিসাব আল আরাবী বা অন্য কোন উপায় গাণিতিক সংখ্যায় সাংকেতিকভাবে উপস্থাপন করলেও তাদের বিশ্বাস যে সেগুলি তাদের নিরাপত্তা বা কল্যাণ বা উভয়ই প্রদান করবে।

কিন্তু তাদের বুঝে আসেনা যে, এর মধ্য দিয়ে তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত হয়ে সেই তাবীজে আস্থাবান হয়ে পড়েছে। অথচ জানেই না তাবীজের খোলসের ভেতরে কাগজে হুজুর কী লিখেছেন! তাহলে তাদের আমল কিসে? তাওয়াক্কুল কি মহান আল্লাহর উপর? নাকি তাবীজে যা খোলসে মোমে আবদ্ধ? নাকি সেই তাবীজ যে দিয়েছে, সেই হুজুরে?

এটাতো শিরক। নবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তাবীজ লটকালো আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দেবেননা। সুতরাং, সাধারণ তাবীজ ও ভালোবাসা সৃষ্টির তাবীজ ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক। ফাতহুল মাজীদ গ্রন্থে শায়খ আব্দুল আজিজ বিন বাজ বলেন, তাবীজ ব্যবহার করা জাহেলি যুগের আমল। [43]

নবী (সা:) বলেন, যে ব্যক্তি কোন কিছু ধারণ করবে, তাকে ঐ জিনিসের কাছেই সোপর্দ করা হবে। এজন্যই তো আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন সূরা ইউসুফের ১০৬ নং আয়াতে বলেন, 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে শিরক করা অবস্থায়।'

একটি ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়- যা সহিহ মুসনাদে আহমদ, হাকেম এ উল্লেখ করা হয়েছে। একদা রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একদল লোক উপস্থিত হলো। নবিজী দলটির নয়জনকে বাইয়াত করালেন। একজনকে করলেন না। কারণ জানতে চাইলে নবিজী বললেন, তার সাথে তাবীজ রয়েছে। এরপর তিনি স্বহস্তে তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাকে বাইয়াত করালেন। আর বললেন,

যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করলো, সে শিরক করলো।
নবিজী যেখানে সুতার ফিতা ছিড়ে ফেলেও তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বললেন, সেখানে নিরাপত্তার জন্য, কল্যাণের জন্য নকশা আর তাবিজের ব্যবহারে বান্দা আল্লাহ বিমুখ নয় কি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে দোয়ায় মনোযোগ নাই, সে দোয়া কবুল হয়না। নকশা ও তাবিজে বান্দা যেখানে আল্লাহ বিমুখ, সেখানে দোওয়ায় মনোযোগ কোথায়? দোওয়াইতো নাই! আর বান্দা যদি আল্লাহর কাছে নাইই চাইলো, তাহলে ঐ সমস্ত নকশা আর তাবিজ কী ফল দেবে কে জানে? আর নবিজী যখন বললেন, ওটা ব্যবহার করা শিরক, তখন আল্লাহর সাথে শিরকের পাপ করে নিরাপত্তা এবং কল্যাণ চিরস্থায়ীভাবে অর্জন করা সম্ভব হতে পারেনা। যদিনা আল্লাহর ইচ্ছা অন্যকিছু থাকে।

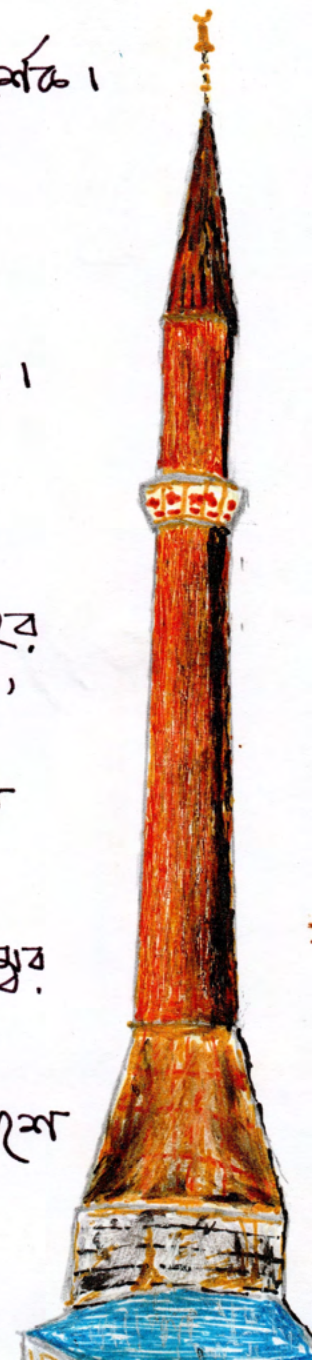
আল্লাহ আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন। আমিন।
সরল পথের দিশা রয়েছে আল্লাহর বাণীতে। সরল পথের দিশা রয়েছে নবিজীর দেয়া শিক্ষায়। দরজার ওপাশেই সরলপথের আলোকিত রাজ্য। আমি সেই আলোকিত রাজ্যে প্রবেশ করতে চাই। অবস্থান করতে চাই আমৃত্যু। কারণ আমি চাই কল্যাণ। আমি চাই নিরাপত্তা। ইহকালে ও পরকালে।




بسم الله الرحمن الرحيم



পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ রব্বুল
আল আমিন ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই এ হলো
মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত। আপনার
রব নিজ শাসন ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের
মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী,
সুবিজ্ঞ।' সূরা নমল, আয়াত ৭৭-৭৮



পবিত্র কুর'আন মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক।
এতে মানব জীবনের সব সমস্যার সমাধান
বিদ্যমান। কুরআন তেলাওয়াত, অধ্যয়ন ও
আমলের মাঝেই কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিহিত।
আমার এ দাবির সপক্ষে পবিত্র কুরআনে
আল্লাহর বাণীসমূহের কিছু এখানে লিখছি।
সূরা আনআম এর ৩৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহর
ঘোষণা 'কিতাবে কিছুই আমি বাদ দেইনি।'
সূরা ইউনুস এর ৬১ নম্বর আয়াতে, '...তার
অপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা
সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।' সূরা হুদ এর ৬ নম্বর
আয়াতে, 'সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।'
সূরা নমল এর ৭৫ নম্বর আয়াতে, 'আকাশে

ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।' তাহলে মানব কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভের পথ কুরআন আমাদের দেখাবেনা সেটা কি হতে পারে? আর কুরআনে প্রদর্শিত পথের তুলনায় উত্তম পথ বা পন্থা আর কী হতে পারে? সূরা তাওবা এর ৫১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তাদের বলে দাও আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোন (ভালো বা মন্দ) কিছুই আমাদের হয়না। আল্লাহই আমাদের অভিভাবক ও কার্য নির্বাহক এবং ঈমানদারদের তাঁর উপরই ভরসা করা উচিত।'

অবশ্যই নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভের প্রত্যাশাকারী ঈমানদার ব্যক্তিদের উচিত হবে আল্লাহর উপর ভরসা করা।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۞

সূরা আন নামল ৭৫

وَإِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۞
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۞

সূরা আন নামল ৭৭-৭৮

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ
يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ
يُحْشَرُوْنَ ۞

সূরা আন আম ৩৮

শব্দার্থ সমূহ

وَالْاَرْضِ	এবং ভূমি/ পৃথিবী
السماءِ	আকাশ/ বেহেস্ত
فِي	মধ্যে
غَآئِبَةٍ	গোপন
مِن	কোনকিছু
وَمَا	এবং না
اِلَّا	কিন্তু
فِي	মধ্যে
كِتَبٍ	বই/ পুস্তক
مُّبِينٍ	পরিষ্কার
৭৫	
وَاِنَّهُ	এবং অবশ্যই ইহা
لَهُدًى	অবশ্যই এক পথপ্রদর্শক
وَرَحْمَةٌ	এবং করুণা
لِّلْمُؤْمِنِينَ	বিশ্বাসীদের জন্য
৭৭	
اِنَّ	অবশ্যই/ প্রকৃতই
رَبَّكَ	তোমার রব
يَقْضِي	বিচার করবেন/ মীমাংসা করে দিবেন
بَيْنَهُم	তাদের মাঝে
بِحُكْمِهٖ	তাঁর হুকুমে
وَهُوَ	এবং তিনি
الْعَزِيزُ	পরাক্রমশালী
الْعَلِيْمُ	সর্বজ্ঞ
৭৮	
وَمَا	এবং না
مِن	কোন
دَآبَّةٍ	বিচরণশীল কোন জন্তু
فِي	মধ্যে
الْاَرْضِ	পৃথিবীতে
وَلَا	এবং না
طَآئِرٍ	পাখি
يَطِيرُ	উড়ে
بِجَنَاحَيْهِ	তার দু'ডানা দিয়ে
اِلَّآ	এছাড়া যে
اُمَمٌ	প্রজাতি
اَمْثَالُكُم	তোমাদের মত
مَّا	না
فَرَّطْنَا	আমরা ত্রুটি রেখেছি / বিবেচনা করা হয়নি
فِي	মধ্যে
الْكِتَبِ	কিতাবের
مِن	কোন
شَيْءٍ	কোনকিছু
ثُمَّ	এরপর
اِلَى	দিকে
رَبِّهِمْ	তাদের রব
يُحْشَرُونَ	তাদের একত্র
৩৮	



সংশ্লিষ্ট আয়াত

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ

مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ

اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ

فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ

مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ

وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

সূরা ইউনুস ৬১

শব্দার্থ সমূহ



تَتْلُوْ	তুমি তিলাওয়াত কর
وَمَا	এবং যা কিছু
شَاْنٍ	যে কোন কর্ম/অবস্থায়
فِىْ	মধ্যে
تَكُوْنُ	তুমি থাকো
وَمَا	এবং না
تَعْمَلُوْنَ	তোমরা কাজ কর
وَلَا	এবং না
قُرْاٰنٍ	কুরআন
مِنْ	হতে
مِنْهُ	তা সম্বন্ধে
عَلَيْكُمْ	তোমাদের উপর
كُنَّا	আমরা থাকি
اِلَّا	এছাড়া যে
عَمَلٍ	কাজ
مِنْ	কোন
وَمَا	এবং না
فِيْهِ	তার মধ্যে
تُفِيْضُوْنَ	তোমরা প্রবৃত্ত হও
اِذْ	যখন
شُهُوْدًا	সাক্ষী
مِّثْقَالِ	পরিমাণও
مِنْ	কোন
رَّبِّكَ	তোমার রবের
عَنْ	থেকে
يَعْزُبُ	অগোচরে থাকে
السَّمَآءِ	আকাশের
فِىْ	মধ্যে
وَلَا	এবং না
الْاَرْضِ	পৃথিবীর
فِىْ	মধ্যে
ذَرَّةٍ	অণু
وَلَآ	এবং না
ذٰلِكَ	এটার
مِن	চেয়ে
اَصْغَرَ	ক্ষুদ্রতর
وَلَآ	এবং না
مُّبِيْنٍ	সুস্পষ্ট
كِتٰبٍ	গ্রন্থে
فِىْ	মধ্যে
اِلَّا	এছাড়া যে
اَكْبَرَ	বৃহত্তর

সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا
54 وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِىْ
كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

সূরা হূদ ৬

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا
هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

সূরা তাওবাহ ৫১

শব্দার্থ সমূহ

وَمَا	এবং নেই
مِنْ	কোন
دَآبَّةٍ	বিচরণশীল জীব
فِي	মধ্যে
الْأَرْضِ	পৃথিবীর
إِلَّا	এছাড়া
عَلَى	উপরে
اللّٰهِ	আল্লাহরই
رِزْقُهَا	তার জীবিকার
وَيَعْلَمُ	এবং তিনি জানেন
مُسْتَقَرَّهَا	তার স্থায়ী অবস্থান
وَمُسْتَوْدَعَهَا	তার অস্থায়ী অবস্থান
كُلٌّ	সবই
فِي	মধ্যে (আছে)
كِتٰبٍ	এ কিতাবের
مُّبِيْنٍ	সুস্পষ্ট
قُلْ	বলো
لَّنْ	কখনো না
يُّصِيْبَنَا	আমাদের কাছে পৌঁছবে
إِلَّا	এছাড়া
مَا	যা
كَتَبَ	নির্ধারিত করেছেন
اللّٰهُ	আল্লাহ
لَنَا	আমাদের জন্য
هُوَ	তিনিই
مَوْلٰنَا	আমাদের অভিভাবক
وَعَلَى	এবং উপর
اللّٰهِ	আল্লাহরই
فَلْيَتَوَكَّلِ	নির্ভর করা উচিত
الْمُؤْمِنُوْنَ	মু'মিনদের



আল কুর'আনে সন্নিবেশিত আল্লাহ রব্বুল আল আমিনের বাণী ও তার প্রসঙ্গের আলোচনা করার জন্য সাথে হাদীসের আলোচনা আবশ্যক হয়ে উঠে। রাসূল (সাঃ) যা করেছেন, যা করার আদেশ করেছেন এবং যা করার অনুমোদন দিয়েছেন, সেই জ্ঞানের ভান্ডার হচ্ছে হাদীস। হাদীসের জ্ঞানের ভান্ডার সরিয়ে রেখে পবিত্র কুর'আনের অনেক আয়াতের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা কেবল দুরূহ নয়, অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জেনে রাখ, আমি কুর'আন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার সাথে আরও অনুরূপ আরেকটি জিনিস (আলেমদের মতে তা হল হাদীস)। অচিরেই দেখা যাবে, এক লোক ভরা পেটে তার খাটের উপর থেকে বলবে: তোমরা এই কুর'আনকে আঁকড়ে ধর। এতে যে সকল বস্তু হালাল পাবে, সেগুলোকে হালাল মনে কর, আর যে সব বস্তুকে হারাম পাবে, সেগুলোকে হারাম মনে কর।" এই হাদীসটি সহীহ। মিকদাদ ইবনে মা'দিকারাব থেকে বর্ণিত এবং আবু দাউদের হাদীস গ্রন্থে সংকলিত।

মত বান্দার এই হাদীসের কথা। বর্তমান সমাজে এক শ্রেণীর বক্তব্য হচ্ছে হাদীস অর্থাৎ সুন্নাহ মানার প্রয়োজন নেই। তারা বলতে চায়, শুধু কুর'আন যথেষ্ট। এরা নিজেদেরকে 'আহলে কুর'আন' বা কুর'আনের অনুসারী বলে দাবী করে। অথচ তাদের বুঝে আসেনা যে, তারা এই কথার দ্বারা বা এই আকীদার দ্বারা কুর'আনের আয়াতকেই অস্বীকার করে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কিছু আয়াত দেখে নেই। তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, সুন্নাহ বা হাদীস পরিত্যাগ করে আহলে কুর'আন হওয়া যায়না। বরং আহলে কুর'আন হতে হলে কুর'আনের সাথে সুন্নাহ বা হাদীসকেও শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরতে হয়। এ প্রসঙ্গে নবিজীর হাদীসটি উপযুক্ত স্থানে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্। সূরা মুহাম্মদ এর ৩৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন আদেশ করেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর...।" সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাঁর এবং রাসূলের আনুগত্য করার সাথে সাথে উলুল আমর তথা মুসলিম শাসকেরও আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ আদেশ করেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের শাসকবর্গের।"

এই আয়াতের বক্তব্য ভাবার পাশাপাশি আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। আর সেটি হচ্ছে কুরআনের ভাষার সৌন্দর্য। ব্যাখ্যা করার মত জ্ঞান আমি রাখিনা। তবে 'আলেমগণের আলোচনা থেকে ইঙ্গিত হিসেবে শুধু এটুকুই উল্লেখ করতে চাই যে, এই আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন أَطِيعُوا শব্দটি কেবলমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন, শাসকবর্গের ক্ষেত্রে করেননি। কোন বিষয়ে মতভেদ হলে সমাধান কিভাবে করতে হবে, সেটা আল্লাহ রব্বুল আলামিন আয়াতের পরের অংশে বলে দিয়েছেন, "তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করলে তার সমাধানের জন্য আল্লাহ এবং রাসূলের শরণাপন্ন হবে।"

সূরা নিসার ৬৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন, "কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হতে পারবেনা যে পর্যন্ত তারা পরস্পর বিরোধের বিষয়ে সমাধানের জন্য তোমাকে বিচারক বা ফয়সালাকারী

হিসেবে মেনে না নিবে, তারপর তুমি যে ফয়সালা করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করবে এবং তার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করবে।"

কুরআনের এই আয়াতসমূহ নবিজীর হাদীসের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তবে যে বুঝতে চাইবেনা, তাকে বোঝাবে এমন কে আছে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া! যাইহোক, আমি বুঝেছি যে, হাদীস পরিত্যাগ করলে কুরআনের অনেক আয়াতকে অসামঞ্জস্যপূর্ণও মনে হতে পারে। ফলে পথভ্রষ্টতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে। আল্লাহ আমাদের পথভ্রষ্টতা থেকে যেন হেফাজত করেন।

আরো বলি, কুরআনে রাসুলাল্লাহ (সা.) এর আনুগত্য ছাড়াও তাঁকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা আল ইমরান এর ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন," বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, এতে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন।"

সূরা আহযাব এর ২১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,
"নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলাল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"

এরপরও রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্সাল্লামের হাদীস পরিত্যাগ করার কোন উপায় থাকে কি? এখানে অনুসরণ করার অর্থ হতে পারে 'অবিকল তাঁর কর্মের মত করে কর্ম করা।' কেবলমাত্র হাদীসের শিক্ষা থেকেই রাসুলের কর্মপদ্ধতি জানা সম্ভব। এছাড়াও সূরা হাশরের ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,
"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।"

এমতাবস্থায় কুরআনের শিক্ষা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে চাই হাদীসের প্রজ্ঞা। তাই নবিজী বিদায় হজ্বের খুতবায় বলেন,"... অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে থাকো তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবেনা; আর তা হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ (কুরআন ও হাদীস)।" (হাকেম ৩১৮, সহীহ তারগীব ৩৬)

আলোচ্য অংশের সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের অর্থ আলোচনা করে পরবর্তী অংশে প্রয়োজনমত কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্ যেগুলি এই পুস্তকের মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভের সাথে সংশ্লিষ্ট। মহান আল্লাহর নিকট তাওফীক প্রার্থনা করছি।



সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَ
أَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَٰلَكُمْ ۞

সূরা মুহাম্মদ ৩৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَ
أَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ
فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞

সূরা নিসা ৫৯

শব্দার্থ সমূহ

اَللّٰهَ	আল্লাহর
الرَّسُوْلَ	রাসুলের
اَطِيْعُوا	তোমরা আনুগত্য কর
اٰمَنُوْا	ঈমান এনেছে
الَّذِيْنَ	যারা
يٰاَيُّهَا	হে
اَعْمَالَكُمْ / اَعْمٰلَكُمْ	তোমাদের আমল বা কর্ম সমূহ
تُبْطِلُوْا	তোমরা বিনষ্ট করো
وَلَا	এবং না
فَاِنْ	যদি অতঃপর
مِنْكُمْ	তোমাদের মধ্য হতে
الْاَمْرِ	দায়িত্বশীলদের
وَاُوْلِي	এবং অধিকারীর
اِلَى	প্রতি
فَرُدُّوْهُ	তবে তা প্রত্যার্পণ কর
شَيْءٍ	কোন কিছুর
فِيْ	ব্যাপারে
تَنَازَعْتُمْ	তোমরা মতভেদ কর
بِاللّٰهِ	আল্লাহর উপর
تُؤْمِنُوْنَ	তোমরা ঈমানদার
كُنْتُمْ	হয়ে থাক
اِنْ	যদি
وَالرَّسُوْلِ	এবং রাসুলদের
اللّٰهِ	আল্লাহর
خَيْرٌ	উত্তম
ذٰلِكَ	এটা
الْاٰخِرِ	আখিরাতের (উপর)
وَالْيَوْمِ	ও দিনের
تَاْوِيْلًا	পরিণতিতে
وَاَحْسَنُ	ও প্রকৃষ্টতর

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ
اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আল-ইমরান ৩১

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ
فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

নিসা ৬৫

শব্দার্থ

قُلْ	বল
اِنْ	যদি
كُنْتُمْ	তোমরা
تُحِبُّوْنَ	ভালবাস
اَللّٰهَ	আল্লাহ্
فَاتَّبِعُوْنِىْ	তবে আমাকে অনুসরণ কর
يُحْبِبْكُمُ	তোমাদের ভালবাসবেন
اللّٰهُ	আল্লাহ্
وَيَغْفِرْ	এবং তিনি ক্ষমা করবেন
لَكُمْ	তোমাদের
ذُنُوْبَكُمْ	তোমাদের অপরাধ
وَاللّٰهُ	এবং আল্লাহ্
غَفُوْرٌ	ক্ষমাশীল
رَّحِيْمٌ	দয়ালু

فَلَا	কিন্তু না
وَرَبِّكَ	তোমার রবের
لَايُؤْمِنُوْنَ	বিশ্বাস করবেনা
حَتّٰى	যতক্ষণ পর্যন্ত
يُحَكِّمُوْكَ	তোমাকে বিচারক মানে
فِيْمَا	যে বিষয়
شَجَرَ	উদ্ভূত হয়
بَيْنَهُمْ	তাদের মধ্যে
ثُمَّ	তখন
لَا	না
يَجِدُوْا	তারা খুঁজে পায়
فِىْ	মধ্যে
اَنْفُسِهِمْ	তাদের
حَرَجًا	দ্বিধা
مِّمَّا	বিষয়ে
قَضَيْتَ	তোমার সিদ্ধান্তকে
وَيُسَلِّمُوْا	এবং অনুগত হয়
تَسْلِيْمًا	পূর্ণ আনুগত্যে

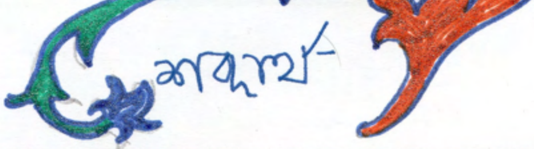
সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ
اللّٰهَ كَثِيْرًا ۞

আহযাব ২১

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى
فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ
الْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ
بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ
فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

হাশর ৭



শব্দার্থ

لَقَدْ	নিশ্চয়ই
كَانَ	রয়েছে
لَكُمْ	তোমাদের জন্য
فِىْ	মধ্যে
رَسُولِ	রাসূলের
اَللّٰهِ	আল্লাহর
اُسْوَةٌ	আদর্শ
حَسَنَةٌ	উত্তম
لِّمَنْ	(তার) জন্য যে
كَانَ	হলো
يَرْجُوْا	আশা রাখে
اَللّٰهَ	আল্লাহর
وَالْيَوْمَ	ও দিনের
الْاٰخِرَ	শেষ
وَذَكَرَ	এবং স্মরণ করে
اَللّٰهَ	আল্লাহকে
كَثِيْرًا	অধিক
مَآ اَفَآءَ	যা কিছু দিয়েছেন
اَللّٰهُ	আল্লাহ
عَلٰى	উপরে
رَسُوْلِهِ	তার রাসূলকে
مِنْ	হতে
اَهْلِ	বাসীদের
الْقُرٰى	জনপদ
فَلِلّٰهِ	আল্লাহর জন্য তা
وَلِلرَّسُوْلِ	ও রাসূলের জন্য
وَلِذِى	এবং জন্য
الْقُرْبٰى	নিকট আত্মীয় স্বজনদের
وَالْيَتٰمٰى	ও ইয়াতীমদের
وَالْمَسٰكِيْنِ	ও অভাবগ্রস্তদের
وَابْنِ	ও
السَّبِيْلِ	পথিকদের
كَىْ	যাতে

مِنْكُمْ	তোমাদের মধ্যে
الْاَغْنِيَاۤءِ	ধনীদের
بَيْنَ	মাঝে
دُوْلَةً	আবর্তিত
يَكُوْنَ	হয়
لَا	না
وَمَا	এবং যা
فَخُذُوْهُ	তা তোমরা অতঃপর গ্রহণ কর
الرَّسُوْلُ	রসূল
اٰتٰىكُمُ	তোমাদের দান করেন
وَمَآ	এবং যা
وَاتَّقُوْا	এবং তোমরা ভয় কর
فَانْتَهُوْا	তোমরা অতঃপর বিরত হও
عَنْهُ	তা থেকে
نَهٰىكُمْ	তোমাদের নিষেধ করেন
الْعِقَابِ	শাস্তিদানে
شَدِيْدُ	কঠোর
اللّٰهَ	আল্লাহ
اِنَّ	নিশ্চয়ই
اللّٰهَ	আল্লাহকে



সূরা আল-ফাতিহা

আল কুর'আনের প্রথম সূরার নাম ফাতিহা বা ফাতিহাতুল কিতাব। এটা এজন্য যে, এই সূরাটি আল কুর'আনের শুরুতে অবস্থিত। ফাতিহা শব্দের অর্থ হলো ভূমিকা বা মুখবন্ধ। মুহাম্মদ (সা:) এর নবুওয়াতের প্রথম দিকে সূরা আল-ফাতিহা নাযিল হয় এবং সূরাটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবেই নাযিল

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٱهۡدِنَا

ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ

أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ

وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

হয়েছিল। সূরা আল ফাতিহা মূলতঃ প্রার্থনা। এতে সাতটি আয়াত রয়েছে। সূরা হিজর (১৫:৮৭) এ আল্লাহ রাব্বুল আল' আমিন বলেন, 'আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুর'আন দিয়েছি।'

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা রাসূলাল্লাহ (সা.) এর নিকট জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ জিবরাঈল (আ.) ওপর দিকে এক শব্দ শুনে চক্ষু আকাশের দিকে করে বললেন, এ হচ্ছে আকাশের একটি দরজা যা পূর্বে কোনদিন খোলা হয়নি। সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হলেন এবং রাসূলাল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে বললেন, 'আপনি দুটি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। যা আপনাকে প্রদান করা হয়েছে। যেটা আপনার পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। সেটা হচ্ছে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত।

অন্য এক প্রসিদ্ধ হাদিস থেকে জানা যায়, নবী বলেন, 'আমি তোমাকে কুর'আনের এমন একটি সূরা শিখিয়ে দেবো যা গুরুত্বের দিক থেকে সবচাইতে বড়... সেই সূরাটি হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ, আমাকে সাব'উল

মাছানী যা বার বার পঠিত এ সাতটি আয়াত ও মহান-কুর'আন দান করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নামাজে সূরা ফাতিহা পাঠ করলনা, তার সালাত অপূর্ণাঙ্গ। রাসূলাল্লাহ (সা.) এ কথাটি তিনবার বললেন।

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, নামাযে ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলবে, তখন তোমরা আমীন বলো। কেননা যার কথা ফেরেশতার কথার সাথে মিলে উচ্চারিত হবে, তার আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

সুতরাং সূরা ফাতিহা শোনার পর আমীন বলা জরুরী হয়ে গেলো। এর দ্বারা আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ পাওয়ার উপায় হতে পারে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একবার এক সফরে আমাদের এক সাথী জনৈক গোত্রপতিকে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়েন এবং তিনি সুস্থ হন। (বুখারী)

সুতরাং সূরা ফাতিহা আল কুর'আনের মহিমাতে গুরুত্বপূর্ণ এবং সালাতের আবশ্যিক সূরাই নয়, এই সূরা মানব জাতির জন্য শেফা স্বরূপ।

بِسْمِ — নাম
اللَّهِ — আল্লাহ
الرَّحْمَٰنِ — দয়াময়
الرَّحِيمِ — পরম দয়ালু
الْحَمْدُ — সকল প্রশংসা

لِلَّهِ — আল্লাহ
رَبِّ — পালনকর্তা
الْعَالَمِينَ — বিশ্ব জগত
الرَّحْمَٰنِ — দয়াময়
الرَّحِيمِ — পরম দয়ালু

مَالِكِ — মালিক
يَوْمِ — দিবস
الدِّينِ — বিচার
إِيَّاكَ — সুধু আপনারই
نَعْبُدُ — ইবাদত করি
وَإِيَّاكَ — এবং সুধু আপনারই

نَسْتَعِينُ — সাহায্য প্রার্থনা করি
اهْدِنَا — পথ প্রদর্শন করুন
الصِّرَاطَ — পথ
الْمُسْتَقِيمَ — সরল
صِرَاطَ — পথ

الَّذِينَ — তাদের
أَنْعَمْتَ — আপনি নেয়ামত দান করেছেন
عَلَيْهِمْ — যাদেরকে
غَيْرِ — ব্যতীত

الْمَغْضُوبِ — গজব নাযিল হয়েছে
عَلَيْهِمْ — যাদের উপর
وَلَا — এবং না
الضَّالِّينَ — যারা পথভ্রষ্ট

সূরা আল-ফাতিহার নিম্নরূপ বাংলা অর্থ করা হয়েছে।

দয়াময়- পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

বিচার দিনের মালিক।

শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।

তাদের পথ, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন,

নয়, যাদের উপর আপনার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।

উল্লেখ্য- بِسْمِ اللّٰهِ আয়াতটি সূরা ফাতিহার অংশকিনা এ নিয়ে 'আলেমগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। এই আয়াতটিকে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করেননা এমন কোন একজন 'আলেম সূরা ফাতিহার একটি সৌন্দর্য উপস্থাপন করেছেন যেখানে শেষ আয়াতের 'নেয়ামত দান করেছেন' পর্যন্ত ষষ্ঠী এবং

তার পরবর্তী অংশকে সপ্তম আয়াত গণ্য করা হয়েছে। যেভাবে গণ্য করে সূরা আল ফাতিহার উল্লিখিত সৌন্দর্য এখানে লিখে রাখছি। 92

'সূরা আল ফাতিহার প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আল আমিনের মহত্ত্ব এবং গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। শেষের তিন আয়াতে বান্দা তার মালিক আল্লাহর নিকট তার চাওয়া উপস্থাপন করে। চতুর্থ আয়াতটি প্রথম তিন আয়াত এবং শেষ তিন আয়াতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

প্রথম তিন আয়াতে আমরা বলি,

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। বিচার দিনের মালিক।

শেষ তিন আয়াতে আমরা প্রার্থনা করি,

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন। নয়, যাদের উপর আপনার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।

চতুর্থ আয়াতে আমরা বলি, শুধু আপনারই ইবাদত করি

এবং শুধু আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। এই-আয়াতে দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ 'শুধু আপনারই-ইবাদত করি' পূর্বের তিন আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি - আল্লাহর - যাঁর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু এবং বিচার দিনের একমাত্র মালিক। ৭৩

চতুর্থ আয়াতের দ্বিতীয় অংশে আমরা বলি, 'এবং শুধু আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি' যা শেষের তিন আয়াতকে এর সাথে সংযুক্ত করে। অর্থাৎ এ অংশে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিকট-সাহায্য প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। তিনি যেন আমাদেরকে তাদের পথ দেখান তা দান করেন, যাদেরকে তিনি নেয়ামত দান করেছেন। তিনি যেন আমাদেরকে সেই পথগামী না করেন, যাদের উপর আল্লাহ গজব নাযিল করেছেন এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

আল্লাহ আমাদের সূরা ফাতিহার কল্যাণ লাভের তৌফিক দান করুন। আমিন।



আয়াত আল কুরসি

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ১১৪ টি সূরা রয়েছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় সূরা হচ্ছে সূরা আল বাকারাহ। এই সূরার ২৮৬ টি আয়াতের মধ্যে একটি আয়াত রয়েছে যাকে সম্পূর্ণ কুরআনের আয়াত সমূহের সরদার বলা হয়। সেই আয়াতটি হলো আয়াত আল কুরসি।

আয়াত আল কুরসি পবিত্র কুরআনের মধ্যে সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত। রাসুলাল্লাহ (সাঃ) বলেন, '...এর একটি জিহবা ও দুটি ঠোঁট রয়েছে যা দিয়ে সে আরশের অধিপতির পবিত্রতা বর্ণনা করে।' এটি সহীহ মুসলিমে সংকলিত ৮১০ নং হাদিসের অংশ।

আয়াত আল কুরসির ফজিলত সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমানিত। আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলাল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে কেউ আয়াত আল কুরসি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে পাঠ করলে তার মৃত্যুই তার জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য বাধা হয়ে আছে। হাদিসটি সহীহুল জামে হাদিস গ্রন্থে সংকলিত ৬৪৬৪ নং হাদিস।

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى
ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا
بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا
يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ۝

ٱللَّهُ	لَآ إِلَٰهَ	إِلَّا	هُوَ	ٱلْحَىُّ
আল্লাহ	কোন ইলাহ নাই	ছাড়া	তিনি	চিরঞ্জীব

ٱلْقَيُّومُ	لَا	تَأْخُذُهُۥ	سِنَةٌ	وَلَا
সর্বসত্তার ধারক	না	তাকে স্পর্শ করতে পারে	তন্দ্রা	এবং না

نَوْمٌ	لَّهُۥ	مَا	فِى	ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ঘুম	তাঁরই জন্য	যা কিছু	মধ্যে	আকাশ সমূহের

وَمَا	فِى	ٱلْأَرْضِ
এবং যা কিছু	মধ্যে	পৃথিবীর

مَن	ذَا	ٱلَّذِى	يَشْفَعُ	عِندَهُۥٓ	إِلَّا
কে	সে	যে	সুপারিশ করবে	তাঁর কাছে	ছাড়া

بِإِذْنِهِۦ	يَعْلَمُ	مَا	بَيْنَ	أَيْدِيهِمْ
তাঁর অনুমতি-	তিনি জানেন-	যা	মধ্যে-	তাদের সামনে-

مِّنْ — হতে
بِشَيْءٍ — সামান্য কিছুও
يُحِيطُونَ — তারা আয়ত্ত করতে পারে
وَلَا — এবং না
خَلْفَهُمْ — তাদের পেছনে
وَمَا — এবং যা কিছু

شَاءَ — তিনি চান
بِمَا — যা যে বিষয়ে
إِلَّا — এ ছাড়া
عِلْمِهِ — তাঁর জ্ঞান

وَالْأَرْضَ — ও পৃথিবীতে
السَّمٰوٰتِ — আকাশ সমূহে
كُرْسِيُّهُ — তাঁর আসন
وَسِعَ — পরিব্যাপ্ত করে আছে

وَهُوَ — এবং তিনি
حِفْظُهُمَا — এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ
يَئُودُهُ — তাঁকে ক্লান্ত করে
وَلَا — এবং না

الْعَظِيمُ — সুমহান
الْعَلِيُّ — সুউচ্চ (মহান)

হযরত আলী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলাল্লাহ (সা:) কে মিম্বারের কাঠের উপর বসে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ঘুমাবার সময় আয়াত-আল-কুরসি পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার ঘর, প্রতিবেশীদের ঘর ও তার চারপাশের ঘরবাড়ীর নিরাপত্তা দিবেন।'

এই হাদিসটি শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থের ২৩৯৫ নং হাদিস। আয়াত আল কুরসির অর্থ নিম্নরূপ:

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারেনা, নিদ্রাও নয়। মহাকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন কী আছে তাদের সামনে এবং কী আছে তাদের পেছনে। তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারেনা, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। তাঁর কুরসি সমগ্র আসমান ও জমিন পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলির তত্ত্বাবধান তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করেনা। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আমাকে রমজানের যাকাত হিফাজত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে আঞ্জলা ভর্তি করে (অনুমতি ছাড়া) খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগলো। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্ত, আমার জিম্মায় আমার পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন, আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হলো, তখন নবী (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরাহ, তোমার রাতের বন্দী কী করলো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। ... আমি বুঝতে পারলাম সে আবার আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে

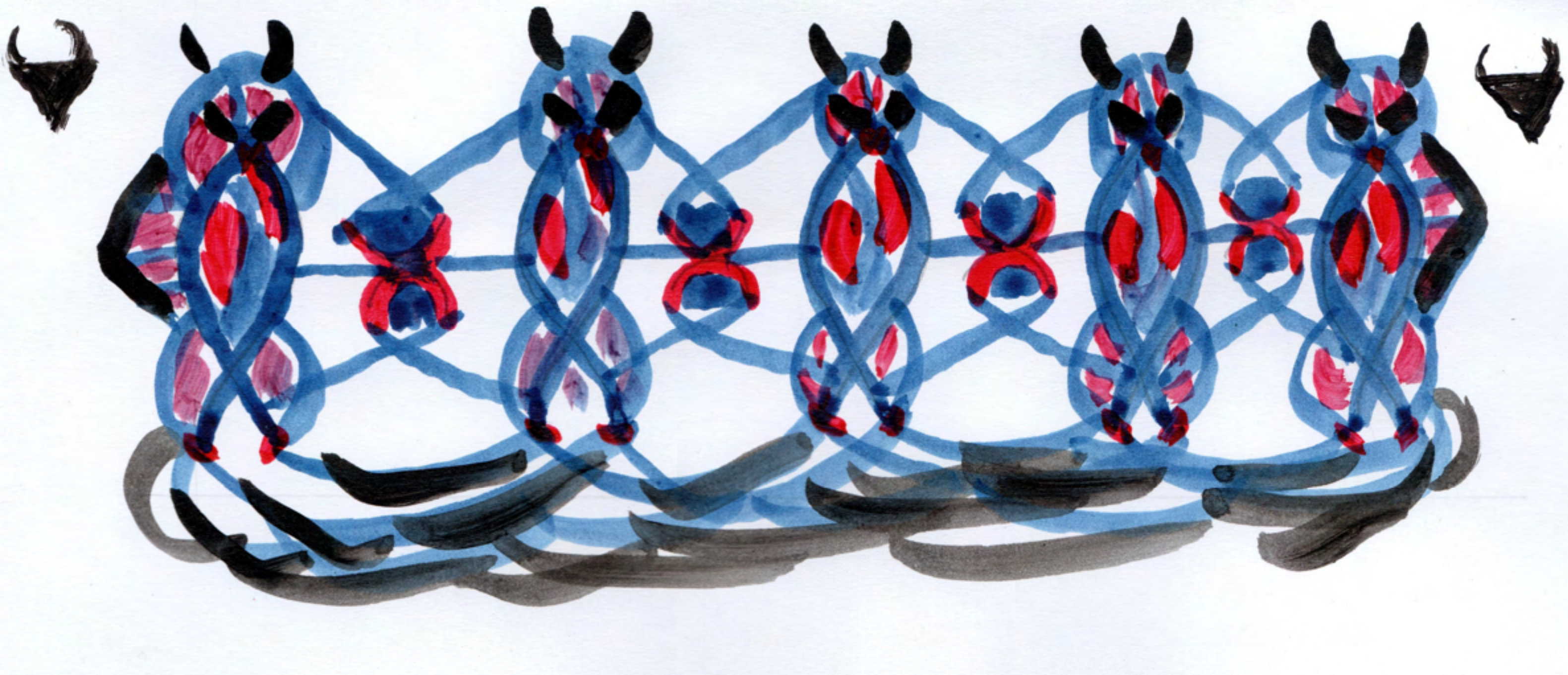
আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কারণ, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসবনা। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরাহ! তোমার বন্দী কী করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসুল আল্লাহ (সাঃ) এর নিকট অবশ্যই নিয়ে যাব। এই হল তিনবারের শেষবার। প্রতিবার তুমি বল যে, আর আসবেনা। কিন্তু তুমি আবার আস। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব যা দিয়ে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম সেটা কী? সে বলল, যখন

তুমি রাতে শয্যায় যাবে, তখন আয়াত আল কুরসি আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহর তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আমাকে বললেন, গত রাতে তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! সে আমাকে বলল যে, সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দেবে যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলি কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি শয্যায় শুতে যাবে, তখন আয়াত আল কুরসি এর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহর তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। রাসুল আল্লাহ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবু হুরাইরাহ! তুমি কি জান, তিন রাত

ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে? আবু-হুরাইরাহ বললেন, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান। এই হাদিসটি সহীহ বুখারী গ্রন্থে ২৩১১ নং হাদিস হিসেবে সংকলিত হয়েছে।

সুতরাং ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভে আয়াত আল কুরসি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক মূল্যবান আমল। এটি আল কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আল আমিনের দান করা অতি দামি একটি খাজানা। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আমার পরিবার এবং সকলকে আয়াত আল কুরসির আমল করার মাধ্যমে নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মুফতী আব্দুল্লাহ ইদরীসের লেখা থেকে সংকলিত।





নিরাপত্তার জন্য যে ৩ সূরার আমল যথেষ্ট

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব এবং সূরা নাস তিনবার করে পড়বে, এগুলি তার সবকিছুর জন্য তার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট হবে।

সূরা আল ইখলাস

সূরাটি আল কুরআনের ১১২ নম্বর সূরা। চার আয়াতের একটি ছোট সূরা হলেও ভাবের দিক থেকে এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। ইখলাস অর্থ নির্ভেজাল বিশ্বাস বা খাঁটি আনুগত্য। অন্য কথায় শিরক থেকে মুক্ত হয়ে তাওহীদ বা এক আল্লাহর ওপর খাঁটি বা নির্ভেজাল বিশ্বাসী হওয়াকে ইখলাস বলে।

মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে আল্লাহর বংশ পরিচয় বা গুণ পরিচয় জিজ্ঞেস করার প্রেক্ষিতে এই সূরা নাজিল হয়েছিল। যে কারণে সূরা ইখলাস আল্লাহর পরিচয়কে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

قُلْ	هُوَ	اللَّهُ	أَحَدٌ	اللَّهُ	الصَّمَدُ
বলো	তিনি	আল্লাহ	এক-অদ্বিতীয়	আল্লাহ	অমুখাপেক্ষি

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

لَمْ	يَلِدْ	وَلَمْ	يُولَدْ
নাই/নি	তিনি জন্ম দেন	এবং নি/নাই	তাঁকে জন্ম দেয়া হয়

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

وَلَمْ	يَكُن	لَّهُ	كُفُوًا	أَحَدٌ
এবং নাই	হয়	তাঁর	সমতুল্য	কেউই/একজনও

বল, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।

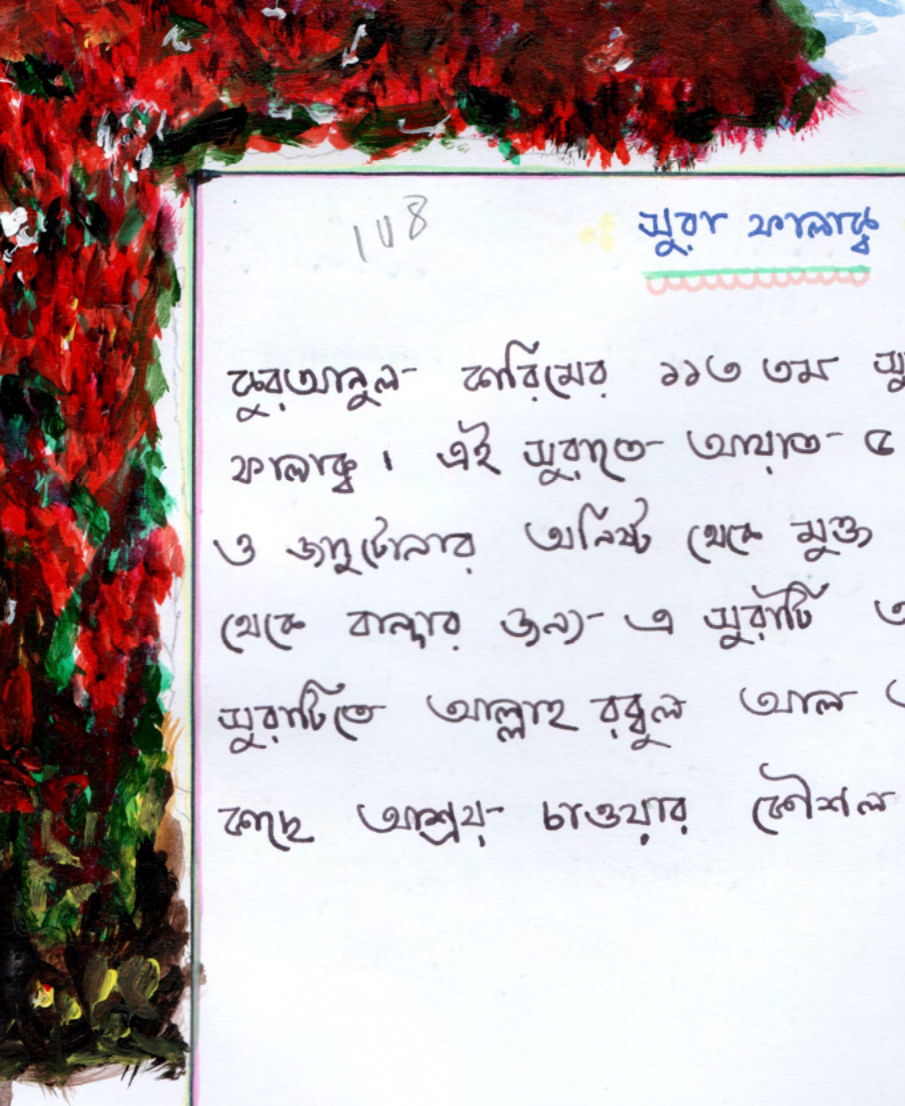
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।

তিনি কাউকে জন্ম দেননি, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।

তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

এক ব্যক্তি ইমামতি অবস্থায় প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস/ইখলাস পাঠ করতেন। তিনি এটি কেন করেন এ প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (সাঃ) কে তিনি জানান, তিনি এ সূরাকে ভালোবাসেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, 'সূরা ইখলাসের প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে।'

মুসনাদে আহমাদ ৩/১৪১



সূরা ফালাক্ব

কুরআনুল কারিমের ১১৩ তম সূরা হচ্ছে সূরা আল ফালাক্ব। এই সূরাতে আয়াত ৫ টি। শয়তানের আক্রমণ ও জাদুটোনার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার জন্য এ সূরাটি অন্যতম নেয়ামত। সূরাটিতে আল্লাহ রব্বুল আল আমিন আমাদেরকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন।





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ



قُلْ	أَعُوذُ	بِرَبِّ	الْفَلَقِ ۝	مِن
বল	আমি আশ্রয় চাই	স্রষ্টার নিকট	প্রভাতের	হতে

شَرِّ	مَا	خَلَقَ ۝	وَمِن	شَرِّ	غَاسِقٍ
অনিষ্ট	যা	তিনি সৃষ্টি করেছেন	এবং হতে	অনিষ্ট	রাতের অন্ধকারের

إِذَا	وَقَبَ ۝	وَمِن	شَرِّ	النَّفَّٰثَٰتِ
যখন	তা গভীর হয়	এবং হতে	অনিষ্ট	ফুঁৎকারকারীর অনিষ্ট

فِى	الْعُقَدِ ۝	وَمِن	شَرِّ	حَاسِدٍ
মধ্যে	গিঁটগুলোর	এবং হতে	অনিষ্ট	হিংসুকের

إِذَا	حَسَدَ ۝
যখন	সে হিংসা করে

বল আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব এর। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট হতে। আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এবং গিরায় ফুঁৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

সুরা নাস

সুরাটি পবিত্র কুরআনুল কারিমের ১১৪ তম বা শেষ সুরা। এতে ৬ টি আয়াত রয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে। শেষের তিন আয়াতে জ্বিন ও মানুষরূপী শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাওয়ার প্রার্থনা শেখানো হয়েছে।



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۝

مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۝

إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ۝

مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۝

ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۝

مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۝

قُلْ	বল
أَعُوذُ	আমি আশ্রয় চাই
بِرَبِّ	রবের নিকট
النَّاسِ	মানুষের
مَلِكِ	মালিক
النَّاسِ	মানুষের
إِلَٰهِ	ইলাহের
النَّاسِ	মানুষের
مِن	হতে
شَرِّ	অমঙ্গল
الْوَسْوَاسِ	কুমন্ত্রণার
الْخَنَّاسِ	আত্মগোপনকারী / লুকিয়ে থাকে
الَّذِى	যে
يُوَسْوِسُ	কুমন্ত্রণা দেয়
فِى	মধ্যে
صُدُورِ	অন্তরসমূহের
النَّاسِ	মানুষের
مِنَ	মধ্য হতে
الْجِنَّةِ	জিনের
وَالنَّاسِ	ও মানুষের



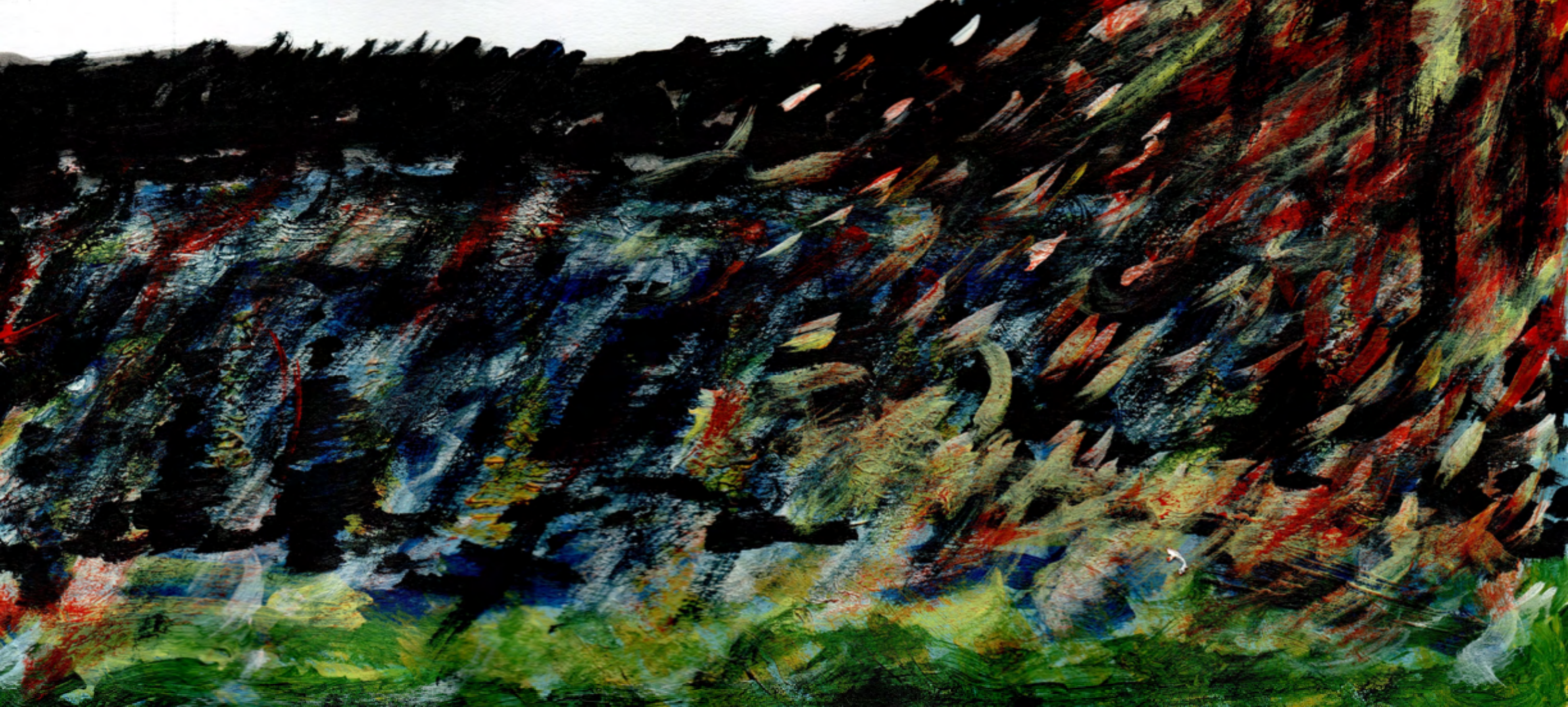
বলুন আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের কাছে।
মানুষের মালিকের কাছে। মানুষের ইলাহের কাছে।
তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে।
যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।
114 জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

হযরত মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি রাতে যখন ঘুমাতে যেতেন, তখন নিজের উভয় হাত এক সঙ্গে মিলাতেন। তার পর সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়তেন এবং উভয় হাতে ফুঁক দিতেন। তারপর দেহের যতটুকু অংশ সম্ভব হাত বুলিয়ে নিতেন। তিনি মাথা, মুখমণ্ডল ও শরীরের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। তিনি এরূপ তিনবার করতেন। হাদিসটি সহিহ বুখারিতে সংকলিত।

তিরমিজি শরিফের অন্য একটি হাদিস থেকে জানা যায়, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়বে, সে সব বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

একবার এক ইয়াহুদি রাসুলাল্লাহ (সাঃ) এর উপর জাদু করেছিল। হযরত জিবরাঈল আমিন নবিজীকে জানিয়ে দিলেন যে, যে জিনিস দিয়ে যাদু করা হয়েছে, তা একটি কুপের নীচে পাথরে চাপা দেয়া রয়েছে। রাসুলাল্লাহ (সাঃ) লোক পাঠালেন এবং তারা সেখানে গিয়ে কয়েকটি গিরা পেয়েছিলেন। তখন সুরা নাস ও ফালাক এক সাথে পড়ে ফুক দেয়া হলে গিরাগুলি খুলে যায় এবং নবিজীও সুস্থ হয়ে বিছানা থেকে উঠেন।

সুতরাং এই তিনটি সুরা বান্দার নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর দেয়া খাজানা। আল্লাহ আমাকে, আমার পরিবারকে এবং সবাইকে এই তিন সুরার আমল করার তাওফিক দান করুন এবং হাদিসে বর্ণিত ফজিলত হাসিল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।





(অন্য) দুটি সূরা

নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে অন্য দুটি সূরার আমল লিখছি। প্রথমটি সূরা মুলক। এবং অপর সূরাটি সূরা কাহাফ। সূরা মুলক থেকে বান্দা তার কবরের জীবন এবং বিচার দিনে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। সূরা কাহাফ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের সাথে দাজ্জালের থেকে নিরাপদ রাখবে এটাই রাসুলাল্লাহ (সাঃ) এর দেয়া শিক্ষা থেকে জানতে পারি।

সূরা দুটি অনেক বড় বিধায় এখানে লেখার সাহস করতে পারলাম না। শুধু হাদিসে উল্লিখিত কল্যাণ এখানে উল্লেখ করছি।

সূরা মুলক কুরআনুল কারিমের ৬৭ তম সূরা যার মোট আয়াত সংখ্যা ৩০। রাসুলাল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'আমার একান্ত কামনা যে, এই সূরাটি আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে গেঁথে থাকুক।' অর্থাৎ মুখস্থ থাকুক। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলাল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কুরআন মাজিদে ৩০ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা রয়েছে, যা তার তেলাওয়াতকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার আগ পর্যন্ত-

তার জন্য সুপারিশ করতেই থাকবে। আর সুরাটি হলো

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

এই হাদিসটি মুসনাদে আহমাদ, তিরমিজি, আবু দাউদে সংকলিত হয়েছে।

অপর হাদিস থেকে জানতে পারি, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ' যে ব্যক্তি নিয়মিত সুরা মুলকের তেলাওয়াতের আমল করবে, সে কবরের আজাব থেকে মুক্তি পাবে।

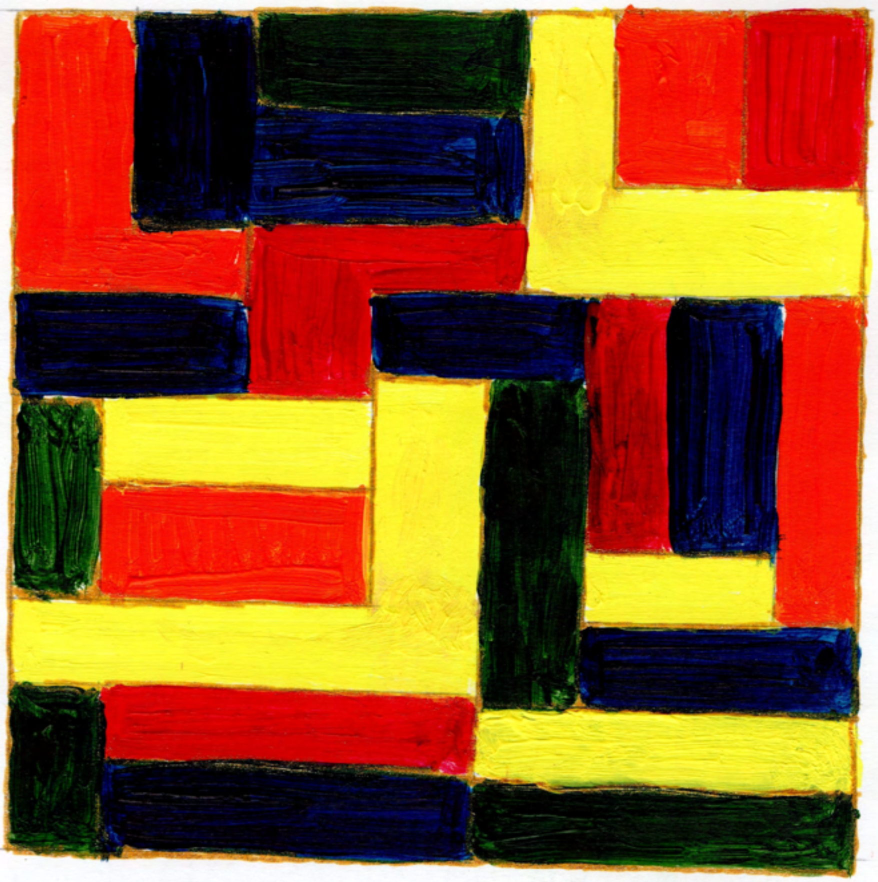
এই হাদিসটি তিরমিজি এবং মুসতাদরাকে হাদিস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

অপর সুরাটি হলো সুরা কাহাফ। এটি কুরআনুল কারিমের ১৮নং সুরা। আবু সাইদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সুরা কাহাফ যেমনভাবে নাজিল হয়েছে সেভাবে পড়বে, তার জন্য কেয়ামতের দিন সেটি নূর হবে।

এটি শুআবুল ঈমান গ্রন্থের 2221 নং হাদিস।

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত থাকবে।

এটি মুসলিম এর ৮০৯ এবং আবু দাউদের ৪৩২৩ নং হাদিস। আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।



দোয়া ও অন্যান্য-আমল-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ: হে রব্বুল আলামিন! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

এটি সূরা আল বাকারার ২০১ নম্বর আয়াত যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করার দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নিয়মিত এই দোয়াটি পাঠ করতেন। হজ্জের তাওয়াফের সময় তিনি এই দোয়া করতেন। আবু দাউদ থেকে জানা যায়, আব্দুল্লাহ বিন সাইয়িব বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রুকনে ইয়ামানি এবং রুকনে আসওয়াদের মাঝে এই দোয়াটি করতেন। আবু হামজা বিন দাহহাক (রাঃ) বলেন, তিনি বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যদি ১০০টা দোয়া করতেন, তিনি শুরু ও শেষ করতেন এই দোয়াটি দিয়ে। এমনকি দুটি দোয়া করলে তার মধ্যে একটি এই দোয়া করতেন। আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ
عَافِيَتِكَ وَ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আপনার নিয়ামতের বিলুপ্তি, আপনার অনুকম্পার পরিবর্তন, আকস্মিক শাস্তি এবং আপনার সব ক্রোধ থেকে।

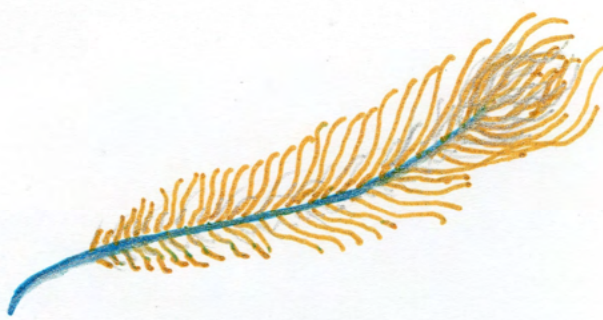
ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বিভিন্ন দোয়ার মধ্যে এই দোয়া অন্যতম। মুসলিম ও আবু দাউদে সংকলিত।

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিয়ামতের বিলুপ্তি, অনুকম্পার পরিবর্তন, আকস্মিক শাস্তি আর যে কোন প্রকারের ক্রোধের থেকে বড় বিপদ আর কী হতে পারে?!

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের মোকাবিলায় নিয়োজিত করছি এবং তাদের ক্ষতি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

আবু দাউদ এবং নাসায়ী গ্রন্থে সংকলিত এই দোয়াটি মানুষ বা কোন জাতির ক্ষতি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য একটি সহীহ আমল।



بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

অর্থঃ আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর ভরসা করছি,
নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি
আল্লাহ ছাড়া।

আবু দাউদ গ্রন্থে সংকলিত এই দোয়াটি বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়ের একটি সহীহ আমল।

আল্লাহর নামে আল্লাহর উপর ভরসা করে বের হওয়া। তিনি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই। কারো কোন ক্ষমতা নেই। এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে পক্ষান্তরে নিরাপত্তার আবেদন পেশ করে থাকে।



بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى
الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ: আল্লাহর নামে, যাঁর নামের সাথে জমিনে বা আসমানে কোনো কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারেনা এবং তিনি মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া তিনবার পাঠ করবে, তাকে ঐ দিন ও রাতে কোনো বিপদ আক্রান্ত করবেনা।

এই বর্ণনাটি আবু দাউদ এবং তিরমিযী গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

আল্লাহ আমাকে, আমার পরিবার এবং সবাইকে এই আমল থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

১২।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন ভরসা নেই,
কোন ক্ষমতা বা শক্তি নেই।

এই কথাটি জান্নাতের অন্যতম ধনভান্ডার। বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজির হাদিস থেকে তা প্রমাণিত। সাফওয়ান ইবনু সুলাইম বলেন, কোন ফেরেশতাই এই কথাটি না বলে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে গমন করেন না।

জান্নাতের অন্যতম ধনভান্ডার থেকে কী কী কল্যাণ লাভ করা সম্ভব সে বিষয়ে সহীহ হাদিস এর উল্লেখ ছাড়া আলোচনা করতে চাই না। এটুকু ধারণা করি যে, সে কল্যাণের ব্যাপ্তি আমার চিন্তা বা কল্পনাশক্তির সাধ্যের অতীত।

আল্লাহ রব্বুল আলআমিন আমাদেরকে জান্নাতের এই অন্যতম খাজানা থেকে কল্যাণ লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।



সেখানে অনেক শান্তি। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বাইতুল্লাহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সুরা আল ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন," তাতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, মাকামে ইবরাহীম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্ব করা ফরজ। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।" একটি হাদিস উল্লেখ করি। রাসুলাল্লাহ (সা:) বলেন, 'পৃথিবীর কোন শহর ও জনপদ দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবেনা; কিন্তু সে মক্কা ও মদিনা নগরীতে প্রবেশ করতে পারবেনা।' (বুখারি: ২/৬৬৪; মুসলিম: ৮/২০৬)।

আমার এই বই এর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল নিরাপত্তা ও কল্যাণের ধারণা। বই এর শুরুতে যে চিত্রটি দেখেছেন, অনেকেই ঠিক বুঝেছেন, সেটি আরব তথা মিসরের 'হেকা ও নেখাকা' এর অনুকরণে কিছুটা পরিবর্তন করে অংকিত। ফারাওরা তাদের হাতে এ দুটি ধারণ করে দাবি করত যে, তারাই নিরাপত্তা এবং কল্যাণের ধারক-বাহক। কিন্তু মানুষকি কোন কালে মুখাপেক্ষিতার সীমা অতিক্রম করতে পেরেছিল? কাজেই তাদের সে দাবী সর্বৈব মিথ্যা। প্রকৃত কল্যাণ ও নিরাপত্তা আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। আমি কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য একমাত্র এবং কেবলমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিনের মুখাপেক্ষী। তাঁর কাছেই চাই নিরাপত্তা। চাই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ।



حيَّ عَلَى الفَلَاحِ

এসো কল্যাণের পথে

